নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, উত্তাল ইসরায়েল

সারে-জমিন

সরকারি স্থানে বিজ্ঞাপন খোলা শুরু কমিশনের

রূপসী বাংলা

ভোটের ময়দানে ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা রুখতে হবে

সম্পাদকীয়

সরকারি ভ্রাম্যমান ডাস্টবিনে চলছে তরমুজের ব্যবসা

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১৮ মার্চ, ২০২৪
৪ চৈত্র ১৪৩০
৭ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

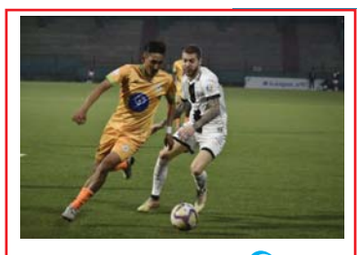

নেরোকাকে হারিয়ে আই লিগ জয়ের পথে এগিয়ে গেল মহমেডান

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 76 ■ Daily APONZONE ■ 18 March 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

দুই শুক্রবারে লোকসভা ভোট, তারিখ পরিবর্তনের দাবি কমিশনে

আপনজন ডেস্ক: ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগের (আইইউএমএল) পর কেরালার কয়েকটি মুসলিম ধর্মীয় সংগঠনও শুক্রবার ভোট পরিচালনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
কেরালার ইসলামী বিদ্বানদের ফোরাম সামস্ত কেরালা জামিয়াতুল উলামা, অল ইন্ডিয়া সুন্নি জামিয়াতুল উলামার সাধারণ সম্পাদক কান্থপুরম এ পি আবুবকর মুসলিয়ার উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, শুক্রবারের ভোট ভোটারদের পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের পক্ষে অসুবিধাজনক হবে।
শনিবার আইইউএমএলের কেরলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পি এম এ সালাম সাংবাদিকদের বলেন, দলের উদ্বেগের বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের কাছে তোলা হবে। আগামী ২৬ এপ্রিল কেরলে দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ। ১৯ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট ভোট গ্রহণ অন্যান্য রাজ্যে। এই দুই দিনের ভোট পড়েছে শুক্রবার। তাই এই দিন পরিবর্তন করার আর্জি জানানো হয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে।
তবে, কেরালা থেকে শুক্রবার ভোটের দিন পরিবর্তনের দাবি উঠলেও পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্যের মুসলিম সংগঠনগুলিএে ব্যাপারে এখন্র নীরব।

মোদির আত্মা ইভিএম, ইডি সিবিআই, আয়করে: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: রবিবার রাতে মুম্বইয়ে শেষ হল কংগ্রেসের ভারত জোড় ন্যায় যাত্রা। শিবাজি পার্কে অনুষ্ঠিত বৈঠকে রাহুল গান্ধি বলেন, রাজার আত্মা ইভিএম, সিবিআই, ইডি, আয়করের মধ্যে রয়েছে। এর ভিত্তিতে তারা নেতাদের বিজেপিতে যোগ দিতে ভয় দেখাচ্ছে। কংগ্রেস, শিবসেনা, এনসিপি-এসসিপির লোকেরা কি শুধু চলে গেল? তারা সবাই ভয়ে বিজেপিতে চলে গেছে।
রাহুল বলেন, নরেন্দ্র মোদি মুখোশ। বলিউডের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মতো। তাকে কিছু করতে বলা হয়, মোদি এমনই। তার ৫৬ ইঞ্চি বুক নেই, তিনি একজন ফাঁপা মানুষ। আমি ভিতরের সিস্টেম জানি, সেজন্য তারা আমাকে ভয় পায়।
রাহুল ছাড়াও তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে, এনসিপি (শারদ দল) প্রধান শরদ পাওয়ার সহ এসপি, আম আদমি পার্টি (এএপি) এবং ইন্ডিয়া জোট সঙ্গীরা সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। শিবাজি পার্কে অনুষ্ঠিত হয় অন্যান্য দলের নেতারা।
এর আগে রাহুল গান্ধি মণি ভবন থেকে মুম্বাইয়ের আগস্ট ক্রান্তি ময়দান পর্যন্ত ন্যায় সংকল্প পদযাত্রা বের করেন। এই পদযাত্রায় তার সঙ্গে তার বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি এবং অভিনেত্রী স্বরা ভাস্করও ছিলেন। বক্তৃতা শেষে রাহুল বলেন, চার হাজার কিলোমিটার হেঁটেছি, কেউ বলেনি অগ্নিবীর যোজনা ভালো। যুবকরা বলেন, সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য আমরা যে জায়গায় দৌড়াতে যেতাম, সেটি এখন খালি পড়ে আছে। মানুষের কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আপনি আমাকে যেখানেই ডাকতে চান, আমি আসতে প্রস্তুত।
রাহুলের অভিযোগ, ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে, যাতে আপনার পকেট থেকে টাকা বের করা যায়। বিদ্বেষের বাজারে ভালোবাসার দোকান খোলো। এটা গান্ধিজি, ভগবান বুদ্ধ, ভগবান রাম বলেছিলেন।
রাহুল বলেন, নরেন্দ্র মোদির একচেটিয়া হল দুর্নীতি। ইলেক্টোরাল বন্ড প্রথা চালু হয়। এখানে রাজপথে চাঁদাবাজি চলে, তারা (বিজেপি) সরকারে বসে করছে। কোম্পানি চুক্তি পায়, তারপর তারা সরাসরি নির্বাচনী বন্ড কিনে নেয়। সংস্থাটি কোনও লাভ করছে না এবং বিজেপিকে তার চেয়ে বেশি অর্থ দিচ্ছে।
রাহুল জানান, মুম্বাইতে, আপনি সিবিআই, ইডি, আয়করের মাধ্যমে যে কোনও গুন্ডাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। সরকারের মাধ্যমে এটাই হচ্ছে। সিবিআই তদন্ত হয়েছিল এবং আদানিজি বিমানবন্দর পেয়েছিলেন। তারা চায় ছোট দোকানদাররা নিপাত যাক।
রাহুল বলেন, এখানে চিনা পণ্য বিক্রি হলে শুধু চিনই লাভবান হয় না, আমাদের শিল্পপতিরাও লাভবান হয়। পুরো সিস্টেম নিয়ন্ত্রণে আছে। তার সরকার যখন প্রথম আসে, তখন অরুণ জেটলি আমার কাছে এসে বলেছিলেন, রাহুল, জমি অধিগ্রহণ নিয়ে কথা বলবেন না। আপনি জানালে আমরা আপনার বিরুদ্ধে মামলা করব। আমি বললাম, মামলা করুন। রাহুল আরও বলেন, ভারতে আজ সবচেয়ে বেশি বেকারত্ব।
রাহুল কেন্দ্রের সমালোচনা করে বলেন, আপনারা জিএসটি দেন। আদানি একই পরিমাণ দেন। আপনি শার্টের উপর ১৮ শতাংশ জিএসটি প্রদান করেন, আদানিও একই অর্থ প্রদান করে। তাহলে টাকা যায় কোথায়? নরেন্দ্র মোদীজির কাজ হল আপনার দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়া। মাঝে মাঝে বলবেন, চিনের দিকে তাকাও, পাকিস্তানের দিকে তাকাও। মোদির শেষ যাত্রাকালে সব দুঃখ-বেদনা দৃশ্যমান হয়। বর্তমানে ভারতে সবচেয়ে বেশি বেকারত্ব রয়েছে।
রাহুল মোদিকে বিঁধে বলেন, ভিতর থেকে সিস্টেম দেখেছেন, তাই মোদী আমাকে ভয় পান। এই দেশ ৯০জন অফিসার দ্বারা পরিচালিত হয়। আমি ভিতর থেকে সিস্টেম দেখেছি, তাই মোদিজি আমাকে ভয় পান। আমার কাছে কিছুই লুকানো যাবে না। ওই কর্মকর্তাদের মধ্যে তিনজন অনগ্রসর। ৩ জন দলিত। এই ৯০ জন পলিসি তৈরি করে। এই প্রকৃত শক্তি ভারতকে চালাচ্ছে। এখানে কেউ ইভিএম নিয়ে কথা বলেছেন। ইভিএম ছাড়া নির্বাচনে জিততে পারবেন না নরেন্দ্র মোদি। আমরা নির্বাচন কমিশনকে এই মেশিনটি বিরোধী দলকে দেখাতে বলেছি। এটা কিভাবে চলে তা দেখান। আমরা বলেছি, ভোট ভোটিং মেশিনে নয়, কাগজে আছে। তারা কাগজ গণনা করে না।
রাজার আত্মা ইভিএম, সিবিআই, ইডি, ইনকাম ট্যাক্সে।
বিজেপির সরকারের বিপদ প্রসঙ্গে রাহুল বলেন, রাজ্যের একজন প্রবীণ নেতা কংগ্রেস ছেড়ে আমার মায়ের কাছে কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন যে আমি লজ্জিত যে এই শক্তির সাথে লড়াই করার সাহস আমার নেই, আমি জেলে যেতে চাই না। এভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন হাজার হাজার মানুষ।

গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে তারাবি নামাজের সময় ছাত্রদের উপর হামলা

আপনজন ডেস্ক: আহমেদাবাদের গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে নামাজ পড়ার অভিযোগে বাংলাদেশ, উজবেকিস্তান, আফগানিস্তান-সহ বিভিন্ন দেশ থেকে আসা মুসলিম পড়ুয়াদের মারধর করে একদল দুষ্কৃতী। গেরুয়া শাল পরা গুন্ডাদের হামলার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়ে বর্তমানে এসভিপি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।
পুলিশ কমিশনার জিএস মালিক জানিয়েছেন, ১৬ মার্চ রাত ১০টা ৫০ মিনিট নাগাদ প্রায় দু'ডজন মানুষ গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে ঢুকে পড়েন এবং অন্য দেশ থেকে আসা পড়ুয়াদের নামাজ পড়ার বিষয়ে আপত্তি তোলেন। পড়ুয়াদের অভিযোগ, আহমেদাবাদ ক্যাম্পাসে কোনও মসজিদ না থাকায় তাঁরা হোস্টেলের ভিতরেই জড়ো হয়েছিলেন রমজান মাসে রাতে তারাবহির নামাজ আদায় করার জন্য। আফগানিস্তান থেকে আসা এক শিক্ষার্থী জানিয়েছেন, এরপর একদল উন্মত্ত জনতা এসে হোস্টেলে তাদের নামাজ পড়ার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলে স্লোগান দেয়। এমনকি তারা আমাদের কক্ষের ভেতরে হামলা চালায়, ল্যাপটপ, ফোন ভাঙচুর করে এবং বাইক ভাঙচুর করে। আহত পাঁচজনের মধ্যে একজন আফগানিস্তানের, একজন শ্রীলঙ্কার, একজন তুর্কমেনিস্তানের এবং দুজন আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের নাগরিক। জানা গিয়েছে, হস্টেলের নিরাপত্তারক্ষী হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও হামলাকারীরা হামলা চালাতে সক্ষম হয়। এক আফগান ছাত্রকে উদ্ধৃত করে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুলিশ ঘটনাস্থলে এলেও তারা জনতাকে পালিয়ে যেতে দেয়। আমরা এখানে নিরাপদ নই। আমরা গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করছি আমাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে।
জিএস মালিক জানিয়েছেন, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং আফ্রিকার দেশগুলি সহ গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩০০ জন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তি রয়েছেন। প্রায় ৭৫ জন আন্তর্জাতিক পড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এ-ব্লক হোস্টেলে থাকেন, যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে। তিনি জানান, ২০-২৫ জন হস্টেল চত্বরে ঢুকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের হস্টেলের মধ্যে নামাজ পড়া নিয়ে আপত্তি জানায়। বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়, মারধর ও পাথর ছোড়া হয়। রাত ১০.৫১ মিনিটে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ফোন করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ আসে। পুলিশের একটি ভ্যান ঘটনাস্থলে পৌঁছালে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
মালিক বলেন, বেশ কয়েকটি ভিডিও-ও সামনে এসেছে যেখানে লোকজনকে পাথর ছুঁড়তে দেখা গেছে এবং একটি ঘটনায় এক ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মীকে চড় মারতে দেখা গেছে। তিনি বলেন, পুলিশ এই ভিডিওগুলির সত্যতা যাচাই করছে।এদের মধ্যে একজন শ্রীলঙ্কা ও আরেকজন তাজিকিস্তানের নাগরিক বলে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।আহমেদাবাদ পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, ২০-২৫ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রায় ৭৫ জন আন্তর্জাতিক পড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এ-ব্লক হস্টেলে থাকেন, যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে। এই মামলার তদন্তের জন্য ক্রাইম ব্রাঞ্চের চারটি এবং ডিসিপির অধীনে স্থানীয় পুলিশের পাঁচটি সহ নয়টি দল গঠন করা হয়েছে।
এ ঘটনায় জড়িত সবাইকে গ্রেপ্তার করা হবে জানিয়ে ওই কর্মকর্তা বলেন, মামলাটি যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) পর্যবেক্ষণ করবেন।
গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নীরজা গুপ্তা জানিয়েছেন, গতকাল রাতে এ-ব্লক হস্টেল চত্বরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। বিষয়টি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং কয়েকজন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী আহত হয়। এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

হিন্দু প্রতিবেশীর মৃত্যু, সেহরি খেয়ে সৎকারের আয়োজন মুসলিমদের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন:গ্রামের একমাত্র হিন্দু প্রতিবেশীর মৃত্যুতে এগিয়ে এলেন মুসলিমরা, সম্প্রীতির অনন্য নজির শুভরাজপুরে নদীয়া: দেশব্যাপী যখন হিন্দু-মুসলিমে বিভাজনের রাজনীতিতে ব্যস্ত একদল উগ্র সাম্প্রদায়িক শ্রেণী ঠিক তখনই সম্প্রীতির অনন্য নজির গড়ল নদীয়া জেলার থানারপাড়ার শুভরাজপুর গ্রামবাসী।গ্রামের একমাত্র হিন্দু প্রতিবেশীর মৃত্যুতে এগিয়ে এলেন মুসলিমরা। ধর্মপ্রাণ তাঁরা। তাই ভুলে যাননি মানবতা। তাই ভোররাতে প্রতিবেশী হিন্দু পরিবারে মৃত্যুর খবর পেয়েই সেহেরি শেষে ছুটে গেলেন বাড়িতে।জানা গেছে,এই গ্রামে মুসলিমদের সঙ্গেই দীর্ঘদিন থেকে বসবাস করে আসছেন একমাত্র হিন্দু দম্পতি সনৎ বিশ্বাস ও মঞ্জুশ্রী বিশ্বাসের পরিবার।মঞ্জুশ্রী বিশ্বাস শুক্রবার গভীর রাতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফোন পেয়ে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা।তাকে বাড়ি হাসপাতালে চিকিৎসা জন্য নিয়ে যান তারা। শনিবার সকালে মৃত্যু হয় মঞ্জুশ্রী। গ্রামের মসজিদে সেহেরির সময় মাইকে প্রতিবেশী হিন্দুর মৃত্যুর খবর ঘোষণা করা হয়। সেহরি খাওয়ার পরে বিমর্ষ সনৎ বিশ্বাসের বাড়িতে ছুটে আসেন প্রতিবেশী হাজী আব্দুর রশিদ মল্লিক, আবুতাহের শেখ, নুরুল ইসলাম, মজিবর মন্ডল, হুজির শেখ,ওসমান গণি, আজিজুর রহমানরা। সমবেদনা জানিয়ে এলাকার বিভিন্নজনকে খবর দেওয়া থেকে শুরু করে মৃতের সৎ কাজের প্রাথমিক যাবতীয় কাজের আয়োজন করেন প্রতিবেশীরা। ঘরে বসে থাকতে পারেনি গ্রামের মা-বোনেরাও। তারাও ছুটে এসে প্রিয় দিদিকে চোখের জলে অন্তিম বিদায় জানায়। মৃতের স্বামী ও কন্যাদের পাশে দাঁড়ালেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা অতিথিদের খাবার পরিবেশন সহ সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। সনৎ বিশ্বাস বলেন, দীর্ঘ প্রায় ৬০ বছর ধরে আপন ভাইবোনের মত বসবাস করছেন শতভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এই গ্রামে।আজ স্ত্রীর বিয়োগে গোটা গ্রামবাসী আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। আজকের দিনে বেদনার সাথে সাথে এটা গৌরবেরও।

প্রথম নজর

সাগরদিঘীতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু খালাসির

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সাতসকালে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। গুরুতর আহত আরও একজন। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ভোর ৪টে নাগাদ মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী থানার মোড়গ্রাম ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর।
সূত্রের খবর, মারুতি ভ্যানের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দূর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা সাগরদিঘী থানায় খবর দিলে সাগরদিঘী থানার পুলিশ মারুতির ড্রাইভার এবং খালাসিকে উদ্ধার করে সাগরদিঘী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক গাড়ির খালাসিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গাড়ি চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে বহরমপুর মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটলো তা এখন পর্যন্ত স্পষ্ট নয় , তবে লরির সঙ্গে চার চাকার মুখোমুখি সংঘর্ষ বলে অনুমান করেছে পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম অনাথ প্রামানিক(৩৫)। আহত চালকের নাম সুজয় প্রামানিক(৪০)। তাদের দুজনের বাড়ি সাগরপাড়া থানা এলাকায় বলে জানা গিয়েছে।

রমজানে ঊর্ধ্বমুখী ফলের দাম

কুতুব উদ্দিন মোল্লা ● জয়নগর

আপনজন: পবিত্র রমজানের শুরুতেই বেসামাল হয়ে পড়েছে নিত্য পণ্যের বাজার। ইফতার সামগ্রী কিনতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জয়নগর থানার অন্তর্গত ধোসা বাজারে ভিড়। অতিরিক্ত দাম শুনেই হিমশিম অবস্থা ক্রেতাদের। খেজুর ছোলা ছাড়াও আপেল, আঙ্গুর, বেদানা, কলা, তরমুজ, লেবুর পাশাপাশি একাধিক সবজি দাম বেড়েছে অস্বাভাবিক। সারাবছর যেন রমজানের অপেক্ষায়ই থাকেন কিছু ব্যবসায়ী। রমজানেই সবচেয়ে বেশি বাড়ে নিত্যপণ্যের দাম। বছরের পর বছর এই রীতি ভাঙছে না কোন উদ্যোগেই। এবারও সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের কবলে অস্থির দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর থানার ধোসা বাজার। এর চাপে পৃষ্ঠ খেটে খাওয়া মানুষ। আর খেজুর, শসা, কলা, তরমুজ দাম বেড়েছে দু গুণ। অন্যসব পণ্যের দামও প্রায় সমানতালে বেড়েছে বলে দাবি স্থানীয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ক্রেতা। রমজানে বাজার নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী উদ্যোগ দেখতে চান সাধারণ ক্রেতারা।

৭ দফাতে রাজ্যবাসী বিজেপিকে দফা রফা করে দেবে: চন্দ্রিমা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: তৃণমূলের নির্বাচন কমিশনকে কোন রণকৌশল দেখানোর জায়গা নেই। যাদের রণকৌশল দেখাতে যাবে তৃণমূল তারা তো ইতিমধ্যেই বিজেপির গ্রিপে রয়েছে। রবিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে সাত্যফা নির্বাচন প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এ দিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে তার সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসুও। মন্ত্রিত লিমা ভট্টাচার্য জানান ভারতবর্ষের যতগুলি দফার নির্বাচন হচ্ছে, সব দফাতেই পশ্চিমবঙ্গের নাম রয়েছে। প্রতি দফায় যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের নাম রয়েছে তাই এবার রফাদফা করে দেখাবেপশ্চিমবঙ্গর মানুষ। সন্দেশখালিতে আদালতের নির্দেশে বিজেপি আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টেব্রিওয়ালের নেতৃত্বে একাধিক ক্যাম্প হওয়া প্রসঙ্গে, মন্ত্রী চন্দ্রিলা ভট্টাচার্যের মন্তব্য বিজেপি তৃণমূলকে অনুসরণ করছে। কারণ ইতিমধ্যেই সন্দেশখালিতে একাধিক জায়গায় ক্যাম্প করে নানা ধরনের অভিযোগ সহ সেখানকার মানুষকে নানা ধরনের পরিষেবা ও সহযোগিতা করতে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল তৃণমূল। সেই কর্মসূচি বিজেপি অনুসরণ করছে দাবি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর। সন্দেশখালি তে নতুন করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ ও আন্দোলন প্রসঙ্গে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, সন্দেশখালিতে এই টায়ার জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে প্রায় ২৯ বছর সময় লেগে গেল সেখানে। বর্তমানে সন্দেশখালির পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে দাবি করেন ব্রাত্য বসু। তার মতে মাস দু'য়েক পরে যখন বসিরহাট লোকসভার ফলাফল প্রকাশ হবে এবং সন্দেশখালি বিধানসভার ফলাফল সামনে আসবে তখন বিরোধীরা মদত দিয়ে আজ যেসব অভিযোগ সেখানকার মানুষকে দিয়ে করাচ্ছে এবং বিক্ষোভ করার পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে তারা তার জবাব পেয়ে যাবে। কারণ নির্বাচনের ফলাফল বের হলে তৃণমূলের সবুজ সুনামি তারা দেখতে পাবে বলে দাবি করেন, মন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

আগুনে পুড়ে ছাই দুই ভাইয়ের ঘর, গবাদিপশু

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই দুই ভাইয়ের তিনটি ঘর।অগ্নিকাণ্ডটি ঘটেছে রবিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের মাধাইপুরা গ্রামে।দমকলের একটি ইঞ্জিন ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বলে খবর।এই নিয়ে এদিন গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুই ভাই লুফান্দার বিশ্বাস ও রুমা বিশ্বাস।তবে আগুনে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া না গেলেও সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে দুই ভাইয়ের তিনটি শোয়ার ঘর,একটি বাইক,পাঁচটি সাইকেল,একটি ছাগল,আসবাবপত্র,নগদ টাকা,অলঙ্কার এবং বাড়িতে মজুত রাখা শস্য ও জমির দলিল প্রভৃতি।ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় তিন লক্ষাধিক বলে অনুমান।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,রুমা বিশ্বাসের ঘরের পাশে বিচালীর গাদা থেকে আচমকাই আগুন ছড়িয়ে পড়ে।সর্বপ্রথমে রুমার বাড়িতে আগুন ধরে।এরপরেই চোখের নিমেষে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয়।একের পর এক ঘরে আগুন লেগে যায়।স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগালেও তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি।তবে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন।প্রায় ঘন্টাখানেকের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ আনে দমকল বাহিনী।বর্তমানে পরিবার দুটি সর্বস্ব হারিয়ে পলিথিন টাঙিয়ে খোলা আকাশের নিচে ঠাই নিয়েছে।ক্ষতিগ্রস্ত রুমা বিশ্বাস বলেন 'পরনে কাপড় ছাড়া কিছুই বাঁচানো সম্ভব হয়নি।তবে আগুনটা কিভাবে ছড়ালো তা কিছুই বলতে পারছি না।'হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মন্ডল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার দুটিকে ত্রান দিয়ে সাহায্য করবেন বলে জানান।

বাংলায় বিজেপির সত্যিকারের দালাল অধীর: ফিরহাদ হাকিম

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বাংলায় বিজেপির সত্যিকারি দালাল অধীর রঞ্জন চৌধুরী। বরকতদার কংগ্রেস আর নেই মালদায়। সিপিএমকে বঙ্গোপসাগরে ছুড়ে ফেলে বরকত দার স্বপ্ন পূরণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে নির্বাচনী কর্মী সভায় অংশ নিয়ে বললেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ফিরহাদ হাকিম।
মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে উত্তর ও দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের দুই তৃণমূল প্রার্থীকে নিয়ে কর্মী সভার আয়োজন। রবিবার দুপুরে মালদা কলেজ

অডিটোরিয়ামের দুর্গাকিঙ্কর সদনে কর্মী সভার আয়োজন করা হয়। প্রধান বক্তা হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, তাজমুল হোসেন, মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সমর মুখার্জি, সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী, পুরাতন মালদা পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ, উত্তর মালদা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসুন ব্যানার্জি, দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শাহানওয়াজ আলী রায়হান সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব।

শহরের চার বিধানসভা কেন্দ্রকে স্পর্শকাতর ঘোষণা কমিশনের

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: নির্বাচনের দিন গোটা কলকাতা শহরে জারি হবে ১৪৪ ধারা। জানিয়েছে পুলিশ। উত্তর কলকাতার চৌরঙ্গী, এন্টালি, জোড়াসাঁকো ও শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রকে স্পর্শকাতর ঘোষণা করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে পরবর্তীকালে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা হবে। রবিবার জেলা নির্বাচনী আধিকারিক কলকাতা উত্তরের দায়িত্বে থাকা সুভাঞ্জন দাস এই খবর জানান। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আদর্শ আচরণ বিধি ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে। উত্তর কলকাতায় সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে ৫৭৭ টি পোলিং স্টেশন রয়েছে।
২০২৩ সালে মোট ৪১ হাজার ৮৮৮টি ভোটার নাম বাতিল হয়েছে। ফর্ম ১২ ডি থাকছে ৮৫ বছরের মধ্যে যে ভোটাররা আছেন তারা যাতে ভোট দিতে পারেন তার জন্য। উত্তর কলকাতায় মডেল পোলিং স্টেশন হচ্ছে। এর পাশাপাশি বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য থাকতে টয়লেট। প্রার্থী পিছু প্রচারের জন্য খরচ করার পরিমাণ

৯৫ লাখ টাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। ভিডিও সার্ভেলেন্স টিম এবং একটি ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম থাকছে। ভোটারদের হেল্পলাইন নম্বর হল১৯৫০। এছাড়া ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সমস্ত খবর পাওয়া যাবে। যেকোনো তথ্য জানতে ইলেকশন কলকাতা নর্থ ডটকমে ভিজিট করা যাবে। উত্তর কলকাতায় যে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে সেখানে চারটি কেন্দ্র স্পর্শ কাতর ঘোষণা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলি হল চৌরঙ্গী, এন্টালি, জোড়াসাঁকো ও শ্যামপুকুর। ইতিমধ্যে এ আর ও স্তরে ৬৪ টি মিটিং এবং ডি আরও স্তরে দশটি মিটিং হয়েছে। উত্তর কলকাতার জন্য প্রথমে তিন কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে পরে দফায় দফায় আরো পাঁচ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছেছে। মোট আট কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এই মুহূর্তে উত্তর কলকাতায় মজুদ রয়েছে। নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর সোমবার প্রথমবার বিকেল সাড়ে তিনটের সময় সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে বসবে কমিশন। নির্বাচনের দিন গোটা কলকাতা শহরে ১৪৪ ধারা বলবৎ লাগবে পুলিশ। আইনশৃঙ্খলা জনিত বাকি তথ্য পরবর্তীকালে জানানো হবে বলে, রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক সুভাঞ্জন দাস জানান।

শাহজাহান ঘনিষ্ঠ ইট ভাটাতে হানা সিবিআইয়ের, জেরা পরিচারককে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: শেখ শাজাহান ঘনিষ্ঠ মিনাখাঁর ইট ভাটার মালিক বাপ্পা মন্ডলের ইট ভাটা ও অফিসে সিবিআই হানা।
সিবিআই টিম মিনাখাঁ এলাকায় জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য রবিবার যায়। সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টিম রয়েছে। ইট ভাটার মালিক বাপ্পা ঘটনার দিন কী দেখেছিলেন? ঘটনা কী ঘটেছিলো? শাজাহানকে কত দিন ধরে চেনেন?ইট ভাটা থেকে কত টাকার কমিশন যেত? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে সিবিআই।
বাপ্পা মন্ডল এখন মিনাখাঁয় অফিসে নেই। তাই তার এক পরিচারককে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। সিবিআইয়ের তিন অফিসার জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘুরে দেখেন ওই ইটভাটা এলাকা। এদিকে,বসিরহাট মহকুমা আদালতে রবিবার শেখ শাজাহানের ভাই শেখ আলমগির, মাফুজার মোল্লা এবং সিরাজুল মোল্লাকে তোলা হলে ৫ দিন সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দিলো বসিরহাট মহকুমা আদালত। গতকাল শনিবার শেখ শাজাহানের ভাই আলমগীর সহ ৩ জনকে নিজাম প্যালেসে জিজ্ঞাসাবাদের

জন্য ডাকে সিবিআই আধিকারিকরা। ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলার ঘটনার পর বেপাত্তা শেখ শাজাহানের সঙ্গে তার ভাই শেখ আলমগীর নিয়মিত যোগাযোগ রাখার প্রমাণ সহ ইডি আধিকারিকদের ওপর পরিকল্পিত হামলা চালানোর করারও অভিযোগ আনা হয় তাদের বিরুদ্ধে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭/ ১৪৮/ ১৪৯ /৩৪১/ ১৮৬/ ৩৫৩/ ৩২৩/ ৪২৭/ ৩৭৯/ ৫০৬/ ৩৪/ ৩পিপি অ্যাক্ট সহ ১৭ টি ধারায় মামলা রুজু করেছে সিবিআই। এছাড়া কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে শনিবারের পাশাপাশি রবিবার সন্দেশখালি থানা সংলগ্ন সন্দেশখালি সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাঠ এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে অভিযোগ নেওয়ার জন্য বিশেষ একটি ক্যাম্প করা হয়েছে। এদিন ১৫ জনের একটি আইনজীবীদের দল সন্দেশখালিতে এসে পৌঁছায়। এদিন তারা এলাকার মানুষদের কাছ থেকে নানান ধরনের অভিযোগ নেওয়ার কাজ শুরু করেছেন। মহিলাদের শ্লীলতাহানি, এলাকার মানুষদের সম্পত্তি দখল, বাড়িঘর ভাঙচুর সহ নানান ধরনের অভিযোগ ও পুলিশের বিরুদ্ধে নানান ধরনের অভিযোগ জমা নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

গণবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে বিপ্লব হবে: এসইউসিআই প্রার্থী আয়েশা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: কেন্দ্রের বিজেপি ও রাজ্যের তৃণমূল সরকারের চূড়ান্ত দুর্নীতি , বেসরকারিকরণ, সাম্প্রদায়িকতা, নাগরিকত্ব হরণকারী সিএএ ও জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে লোকসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পক্ষ থেকে সারাদেশে মোট ১৫১ জন প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। যারমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ৪২ টি আসনেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হয়েছে। বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দলের জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য আয়েশা খাতুন। আজ রবিবার মুরারই এ বাজার এলাকায় দলীয় কর্মীদের নিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন। প্রচার পর্ব চলাকালীন আয়েশা খাতুন বলেন শ্রমিকদের অধিকার অর্জন করে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের লড়তে শেখানো হয়েছে।
সম্প্রতি আশা আইসিডিএস রন্ধন কর্মীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দাবি অ্যাচিভ হয়েছে। স্বাস্থ্য ভবন ঘেরাও কর্মসূচির প্রেক্ষিতে বেতন বাড়াতে বাধ্য হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দাবি আদায় হয়েছে। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণের কমিটি গঠন করে গণবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে বিপ্লব হবে। ভোট দিবেন কাকে? একটা আন্দোলনের শক্তিকে ভোট দেবেন না বাহান্ন সাল থেকে যাদেরকে জিতিয়ে আসছেন তাদেরকে? বাড়ি বাড়ি বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিকিৎসা শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেই বেসরকারি মালিকানাধীনের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ আজ পরিযায়ী শ্রমিকের নিযুক্ত হচ্ছে। লড়াই এর মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা আজকে মুমূর্ষ তথা পচে গেছে। মানুষকে কিছু দিতে পারবে না। আজ গণতন্ত্রকে হত্যা করছে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোট দেওয়া সেটাও দিতে পারছে না। সঠিক রাজনীতি, আদর্শের ভিত্তি করে লড়াই করতে হবে। সঠিক নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কেন্দ্রে বিজেপি ও রাজ্যের তৃণমূল সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে ও সংগ্রামী বামপন্থার মর্যাদা রক্ষার্থে সংগ্রামী বামপন্থার প্রতিনিধি গণ আন্দোলনের পরিচিত সৈনিকদের পাশে দাড়ানোর আহ্বান জানান।তাছাড়াও বলেন "ঢাউস ব্যানার, কার্ট আউটের জৌলুসে না ভেসে-আন্দোলনের শক্তি বাড়ান রাজ্যে এবং দেশে।

অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার সীমান্তে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের জিরো পয়েন্টে অজ্ঞাত এক বৃদ্ধর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে রবিবার বিকেলে ।ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি বিওপি এরিয়ার ।ঘটনায় মৃত দেহ উদ্ধার করে বিএসএফ জওয়ানেরা পরে পুলিশের হাতে হস্তান্তর করে বিএসএফ।যদিও এখনও পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানাযায়নি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও বিএসএফ।স্থানীয় সূত্রে জানাযায় যায় যে গত দুই দিন থেকে ভবেঘুরের মত সীমান্ত এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল হঠাৎ রবিবার বিকেলে সীমান্তের ভারত বাংলাদেশ জিরো পয়েন্টে পড়ে থাকতে দেখেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানেরা। তখন স্থানীয় জলঙ্গি থানার পুলিশ যৌথ ভাবে সীমান্তে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে বলে জানা যায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গৈপুর গ্রামে রক্তদান শিবির

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: গোবরডাঙ্গার গৈপুর নতুন পাড়ার গৈপুর শিল্পী সংঘের উদ্যোগে এবং বারাসাত সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় রবিবাসরীয় সকালে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় সংঘ প্রাঙ্গণে।এই রক্তদান শিবিরে ২২ জন মহিলা সহ মোট ৬০ জন স্বেচ্ছা রক্তদান করেন।এবার ছিল সংঘের চতুর্থ বর্ষের রক্তদান শিবির।গৈপুর শিল্পী সংঘের সভাপতি শুভেন্দু সরকার এবং সম্পাদক আবুল মন্ডল জানালেন,গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকটের চাহিদা মেটানোর জন্য আমাদের এই স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা।এই রক্তদান শিবিরের জন্য আমরা আশানুরূপ সাড়া পেয়েছি। আগামী দিনে আরও বড় রক্তদান শিবির করা হবে সংঘের পক্ষ থেকে।

বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতা বড় সমস্যা: প্রবুদ্ধানন্দ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: রামকৃষ্ণ ,স্বামী বিবেকানন্দ মা সারদা দেবী জাতি ধর্ম বর্ণের উর্দ্ধে মানুষের কথা বলেছেন। তাদের কাছে হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিষ্টান বলে কিছু ছিলনা। তারা মানবতার কথা বলে গেছেন। বর্তমান যুগের সব চেয়ে বড় সমস্যা সাম্প্রদায়িকতা ।তার বিরুদ্ধে গিয়ে রামকৃষ্ণ দেব সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে গেছেন । স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদা সম্প্রীতির কথা বলে গেছেন । জাত পাতের উর্দ্ধে মানুষকে ভালোবাসা কথা বলেছেন। পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ব্লকের বেরুগ্রাম গ্রামে বেরুগ্রাম রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বাৎসরিক অনুষ্ঠান ও সম্প্রীতি সভায় এই বিষয়ে আলোকপাত করা হয় । বেরুগ্রাম রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম এর মঠাধক্ষ্য স্বামী ভাস্করানন্দ এবং সভাপতি কালি শংকর মজুমদার বলেন বাৎসরিক অনুষ্ঠানের শুরুতেই অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলারতি,রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ তারপর হয় প্রভাত ফেরী। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও মা সারদা এবং স্বামী বিবেকানন্দর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে প্রভাত ফেরী শুরু হয়। শঙ্খ ও উলুধনী সহ ঢাক ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে। তারপর একে একে বিশেষ পূজা এবং হোম,গীতা পাঠ,ভক্তিগীতি,যোগব্যায়াম,গীতি আলেখ্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । দুপুর দুটো থেকে শুরু হয় সম্প্রীতি সভা অংশ নেন কলকাতার বালিগঞ্জের রামকৃষ্ণ সাধন কুঠিরের মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী অর্থবোধানন্দ ,জয়রামবাটী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ মহারাজ,বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী শ্যামসুন্দর সেন, গৌতম ঘোষ,বিশিষ্ট সমাজসেবী ও দক্ষিণ দামোদর প্রেস ক্লাবের সম্পাদক মোল্লা সফিকুল ইসলাম, সেবাশ্রমের সম্পাদক অজিত কুমার হাটি, বিশিষ্ট সমাজসেবী মৃত্যুঞ্জয় পালিত সহ অন্যান্যরা। এই অনুষ্ঠান থেকে জয়রাম বাটি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের অধ্যক্ষ সম্প্রীতির বার্তা দেন।
তিনি বলেন, আমাদের হৃদয় কে বড় করতে হবে। মা সারদা দেবী বলে ছিলেন আমি শরতের ও মা আর আমজাদের ও মা ।তারা কোনো বিভেদ করেননি তাহলে আমরা কেন বিভেদ করবো। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী দুর্গা শিব রায়।

সরকারি জায়গায় বিজ্ঞাপন খোলা শুরু করল কমিশন

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: গতকাল লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা হয়েছে। নির্বাচনী আচরণ বিধি লাগু হয়েছে এদিন থেকেই। নিয়মমাফিক সরকারি ব্যানার-পোস্টার খোলার কাজ শুরু হয়ে গেল জেলায় জেলায়।
নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হতেই রবিবার সকাল থেকেই হাওড়া গ্রামীণ জেলার উলুবেড়িয়ায় প্রশাসনিক ভবন চত্বরে থাকা একাধিক সরকারি ব্যানার পোস্টার খোলার কাজ শুরু করল নির্বাচন কমিশনের আধিকরা৷ নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আগামী ২০-শে মে হাওড়া এবং উলুবেড়িয়া দুটি আসনের নির্বাচন।৪ঠা জুন গণনা। দীর্ঘদিন ধরেই লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ কবে ঘোষণা হবে তা নিয়ে নানা জল্পনা চলছিল। অবশেষে গতকাল নির্বাচনের দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হয়। তারপরেই তৎপরতা শুরু হয়ে গেল নির্বাচন কমিশনের।

প্রথম নজর

রমজানে ইসরাইলি খেজুর বয়কট মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর নৃশংস হামলার প্রতিবাদে বিশ্বের অনেক মুসলিম অধ্যুষিত দেশের জনগণ ইসরাইলি পণ্য বর্জন করতে শুরু করেন। এই তালিকায় এবার যুক্ত হয়েছে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া। দেশ দুটির বেশির ভাগ মানুষই ইসরাইল থেকে আমদানি হওয়া খেজুর কেনা বর্জন করেছেন।
সংবাদমাধ্যম সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট জানিয়েছে, সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় এক ব্যক্তিকে ভুল লেবেলে ইসরাইলের খেজুর বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার করেছে দেশটির কাস্টমস বিভাগ।
অন্যদিকে, ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম নেতারা দেশটির জনগণকে ইসরাইলি পণ্য আমদানি বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারের ফলে মালয়েশিয়ায় ইসরাইলি পণ্য বর্জন ব্যাপক মাত্রা পেয়েছে। ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এমন অনেক কোম্পানির বিক্রিতে ধ্বস নেমেছে।
ইন্দোনেশিয়াতেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে ইসরাইলি খেজুর বর্জনে প্রচারণা চলছে। দেশটির সামাজিক চ্যাট গ্রুপগুলোতে অভিযোগ করা হচ্ছে, ইন্দোনেশিয়ায় ইসরাইলের খেজুর বেনামে বিক্রি করা হচ্ছে। এসব খেজুর বর্জন করুন।
গত বৃহস্পতিবার মালয়েশিয়ার সেলাঙ্গরের ক্লাং পোর্টে একটি খাদ্য গুদামে অভিযান চালিয়ে একজনকে আটক করা হয়। সে সময় দেশটির অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও জীবনযাত্রার ব্যয়বিষয়ক মন্ত্রী আরমিজান মোহাম্মদ আলী বলেন, 'যারা ইসরাইলি পণ্য বিক্রি করে ভোক্তাদের বিভ্রান্ত করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।'
অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ ধর্মীয় সংস্থা ইন্দোনেশিয়ান কাউন্সিল অব ওলেমা (এমইউআই) এবং বৃহত্তম মুসলিম গণ সংগঠন নাদহাতুল উলেমা ইসরাইল থেকে আমদানি করা খেজুরের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। নাদহাতুল উলেমার চেয়ারম্যান আহমেদ ফাহরুর রোজি বলেন, 'ফিলিস্তিনি জনগণের সঙ্গে সংহতি দেখানোর এটাই (ইসরাইলি পণ্য বর্জন) সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ পথ।'

সৌদি আরবে বিরল তুষারপাত ও শিলাবৃষ্টি

আপনজন ডেস্ক: মরুভূমির দেশ সৌদি আরবে বিরল তুষারপাত ও শিলাবৃষ্টির ঘটনা ঘটেছে। দেশটির রাজধানী রিয়াদের পশ্চিমাঞ্চলীয় আফিফ মরুভূমিতে ঘটেছে এই ঘটনা। আবহাওয়ার এমন অস্বাভাবিক দৃশ্যে অবশ্য খুব একটা বিপাকে পড়তে হয়নি সৌদিবাসীদের। উল্টো সবাইকে মুগ্ধ করেছে। বিরল এই তুষারপাত উপভোগ করতে অনেকে রাতেই বেরিয়ে পড়েন বাসা থেকে। রীতিমতো উৎসবে মাতেন কেউ কেউ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই তুষারে ঢাকা মরুভূমির ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করেছেন। ভিডিওগুলোতে দেখা যাচ্ছে, ধূসর মরুভূমি ছেয়ে গেছে শুভ্র তুষারে। দেশটির আবহাওয়া বিভাগ জানায়, রোববার থেকে সৌদিতে আবহাওয়ার পরিবর্তন আসবে। এদিন থেকে বৃষ্টিপাত, বজ্রবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি এবং ধূলিঝড় দেখা যেতে পারে। বিশেষ করে সৌদির পশ্চিম এবং মধ্যাঞ্চলে মেঘের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও মদিনার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এবং রিয়াদ অঞ্চলের একটি অংশে প্রচুর বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
বলা হচ্ছে, সোমবার থেকে তাবুক, উত্তরাঞ্চলের সীমান্ত, আল জাওয়াফ, হাইল, মদিনা, কাসিম এবং রিয়াদের উত্তরাংশে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। থাকবে বজ্রঝড় ও শিলা। এতে করে উপত্যকাগুলো প্লাবিত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে বলে জানানো হয়। এছাড়া মক্কার বিভিন্ন জায়গাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একই সাথে তাপমাত্রা কমে আসবে গোটা সৌদি আরবে ।
সৌদি আরবের গড় তামপাত্রা ২৭ থেকে ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলেও মরুভূমিতে অবশ্য শিলাবৃষ্টি নতুন কিছু নয়, তবে তুষারপাতের ঘটনা বিরল। দেশটিতে প্রায়ই আকস্মিক বৃষ্টিপাতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। ভেসে যায় রাস্তাঘাট, গাড়ি সবকিছু।

পবিত্র কুরআনের ৪২ টি বিরল কপি প্রদর্শিত হচ্ছে রিয়াদে

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের একটি এক্সিবিশনে দেখানো হচ্ছে পবিত্র কুরআন শরিফের ৪২ টি বিরল কপি। রিয়াদের কিং আবদুল আজিজ পাবলিক লাইব্রেরি এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। ইসলামের ক্যালিগ্রাফি এবং অলঙ্করণের বৈচিত্র্য তুলে ধরতেই এই আয়োজন।
সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ বলছে, সম্প্রতি রিয়াদের আল মুরাবা কোয়ার্টারে কিং আবদুল আজিজ কেন্দ্রের একটি শাখায় এই প্রদর্শনী শুরু হয়। পবিত্র কুরআন শরিফের ৪২ টি বিরল কপি দেখতে সেখানে প্রতিদিন ভিড় বাড়ছে।
আয়োজক কমিটির প্রধান লাইব্রেরির সুপারভাইজার জেনারেল ফয়সাল আবদুল রহমান বলেন, তাদের লাইব্রেরি কর্তৃক পবিত্র কুরআনের বিরল সোনালী ও অলঙ্কৃত কপির অধিগ্রহণের বিশেষ সংগ্রহ এটি।
লাইব্রেরির সুপারভাইজার জেনারেল ফয়সাল আবদুল রহমান আরও বলেন, অলঙ্করণ ও গিল্ডিংয়ের পাশাপাশি এই প্রদর্শনীর মূল্য নিহিত আছে পবিত্র কুরআনকে অলঙ্কৃত করার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত। এটি লাইব্রেরির সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের একটি অংশ। গত ৪০ বছর ধরে কিং আবদুল আজিজ পাবলিক লাইব্রেরি ইসলাম ও আরবের বিভিন্ন ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করছে। এর মধ্যে রয়েছে বিরল ছবি, মিনিয়েচার ও পাণ্ডুলিপি।

বন্দি ফিলিস্তিনিদের ওপর যেভাবে বর্বর নির্যাতন চালাচ্ছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর গাজা উপত্যকা থেকে হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে জোর করে তুলে নিয়ে গেছে ইসরায়েলি বাহিনী। বন্দি করে রেখেছে তাদের ভয়ংকর কারাগারে। যেখানে ফিলিস্তিনিদের ওপর ভয়াবহ শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি মানসিক নিপীড়নও চালানো হয়। বন্দিদের হাতকড়া পরিয়ে, চোখ বেঁধে ধাতব খাঁচায় আটকে রাখা হয়। দেওয়া হয় না কোনো খাবার-পানি। সেখানেই আবার লোহার বার, বৈদ্যুতিক শকসহ বন্দিদের ওপর কুকুর লেলিয়ে অত্যাচার চালায় বর্বর ইসরায়েলি বাহিনী।
সম্প্রতি ইসরায়েলের কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ফিলিস্তিনি বন্দিদের কণ্ঠে এমনি ভয়াবহ নির্যাতনের কথা জানা গেছে।
মুক্তিপ্রাপ্ত ফিলিস্তিনিরা সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আই-কে জানিয়েছেন, কীভাবে তাদের কুকুর ও বিদ্যুৎ দিয়ে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল।
প্রহসনমূলক মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। কীভাবে অপমানজনক ও অবমাননাকর পরিস্থিতিতে রাখা হয়েছিল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মুক্তিপ্রাপ্ত একজন ফিলিস্তিনি তার তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, ইসরায়েলি বাহিনী গাজার একটি স্কুল থেকে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর তাকে হাতকড়া পরিয়ে চোখ বেঁধে দেওয়া হয়। এরপর টানা ৪২ দিন তাকে ধাতব খাঁচায় আটকে রাখা হয়। সেখানেই তাকে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়েছিল। এতেই থেমে থাকেনি ইসরায়েলের হিংস্র সেনারা। কুকুর দিয়ে আঁচড় ও কামড়ও দেওয়া হয়েছিল তাকে। অন্যান্য অনেক পুরুষও বলেছেন তাদের সঙ্গে একই আচরণ করা হয়েছিল। এমনকি তাদের কোনো প্রকারের খাবার অথবা পানি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। মোয়াজ মুহাম্মদ খামিস মিকদাদ যাকে ডিসেম্বরে গাজা শহরে বন্দি করা হয়েছিল এবং ৩০ দিনেরও বেশি সময় ধরে আটক রাখা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, ইসরায়েলি বাহিনী কাউকেই রেহাই দেয়নি। ১৪ বছর বয়সি ছোট ছেলে থেকে শুরু করে ৮০ বছর বয়সি সব পুরুষকে নির্যাতন করা হয়েছে।
মুক্তিপ্রাপ্ত অন্য এক ব্যক্তি মিডল ইস্ট আই-কে বলেছেন, জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার চোখ বেঁধে তাকে উলঙ্গ করা হয়েছিল। তাকে বারবার মারধর করা হয়েছিল এবং তার শরীরে বারবার সিগারেটের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। তিনি হিমায়িত অবস্থায় কয়েকদিন ধরে বন্দি থাকার কথাও বর্ণনা করেছিলেন। যেখানে তাকে ঘুমাতে দেওয়া হয়নি। এমনকি পানির অনুরোধ করার পরে তার হাতে সেনাদের প্রস্রাবভর্তি বোতল তুলে দেওয়া হয়। বন্দিদের কাছে হামাসের সুড়ঙ্গ সম্পর্কে জানতে চাইলে 'আমি জানি না' উত্তর এলেই এমন নির্যাতন চালায় ইসরায়েলি সেনারা। এমনই বেশ কয়েকজন সাবেক বন্দির সঙ্গেও কথা বলেছেন। যারা একই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।
শুক্রবার নির্যাতনের বিষয়ে জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টার অ্যালিস জিল এডওয়ার্ডস বলেছেন, তিনি ফিলিস্তিনি বন্দিদের ওপর ইসরায়েলের নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তদন্ত করছেন।
মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, গাজা উপত্যকার হাসপাতালে অভিযান চালানোর পর চিকিৎসকদের মারধর ও অপমান করেছে ইসরায়েলি সেনারা। চিকিৎসকরা বিবিসিকে বলেছেন, গত মাসে হাসপাতালে অভিযানের পর সেনারা তাদের চোখ বেঁধে আটকে রেখে বারবার মারধর করেছে।
নাসের হাসপাতালের ডাক্তার আহমেদ আবু সভা তাকে এক সপ্তাহ আটকে রাখার বর্ণনা দিয়েছেন। বলেছেন, তার ওপর একটি কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়।

নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, উত্তাল ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বের সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে ইসরায়েল। দেশটির প্রধান দুই শহর তেল আবিব ও জেরুজালেমে প্রধান সড়কগুলো আটকে বিক্ষোভ করেছে আন্দোলনকারীরা। অবিলম্বে নির্বাচন ও হামাসের হাত থেকে ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্ত করার দাবিতে এই আন্দোলন শুরু করেছেন তারা। খবর টাইমস অব ইসরায়েলের।
শনিবার (১৬ মার্চ) সন্ধ্যায় ইসরায়েলের তেল আবিব ও জেরুজালেমে বিক্ষোভ করেন আন্দোলনকারীরা। তারা পুলিশের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় পুলিশ আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান ব্যবহার করে। এমনকি কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ।
জেরুজালেমে কয়েক শ বিক্ষোভকারী দেশটির প্রেসিডেন্টের বাসভবনে সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। এ সময় তারা ইসরায়েলে নতুন নির্বাচন দাবি করেন। এ সময় পুলিশ আন্দোলনকারীদের ওপর বলপ্রয়োগ করে বাধা দেয়। এমনকি পুলিশ সংবাদমাধ্যমের কর্মীদেরও বাধা দেয় ঘটনাস্থলের আশপাশে যেতে। এদিকে, তেল আবিবে মূলত দুটি দাবিতে পৃথক দুটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটির দাবি ছিল হামাসের হাতে জিম্মি ইসরায়েলিদের মুক্ত করে আনা এবং অপরটির দাবি ছিল, ইসরায়েলে নতুন নির্বাচন আয়োজন করা। এ সময় আন্দোলনকারীরা শহরের বিভিন্ন মোড়ে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। আন্দোলনকারীদের অনড় অবস্থানের বিপরীতে পুলিশ প্রথম স্মোক গ্রেনেড ছুড়ে, এমনকি জলকামানও ব্যবহার করে। এর আগে, বিক্ষোভকারীরা নেতানিয়াহুকে ইঙ্গিত করে জিম্মিদের মুক্ত করার দাবিতে বলেছে, 'যে তাদের ত্যাগ করেছে, তাকেই তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে।'

স্পেসএক্স গোপনে শত শত গোয়েন্দা স্যাটেলাইট তৈরি করছে

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্কের স্পেসএক্স মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে একটি শ্রেণিবদ্ধ চুক্তির অধীনে শত শত গুপ্তচর স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক তৈরি করছে।
রোববার (১৬ মার্চ) বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এই কর্মসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাঁচটি সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদন মতে, এই ঘটনা ইলন মাস্কের মহাকাশ কোম্পানি এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর মধ্যে গভীর সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ প্রমাণ করছে। একই সঙ্গে মার্কিন পদাতিক বাহিনীকে সহায়তা করার লক্ষ্যে স্যাটেলাইট সিস্টেমে পেন্টাগনের মোটা অঙ্কের বিনিয়োগের চিত্রটিও সামনে চলে এসেছে।
জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা স্যাটেলাইটের দেখভালকারী সংস্থা ন্যাশনাল রিকনেসেন্স অফিস (এনআরও) এর সঙ্গে ২০২১ সালে ১ দশমিক ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি গোপন চুক্তি করেছে স্পেসএক্স। এই চুক্তির আওতায় স্পেসএক্সের স্টারশিল্ড ব্যবসায়িক শাখা এ নেটওয়ার্ক তৈরি করছে।
যদি এই কর্মসূচি সফল হয়ে যায় তাহলে মার্কিন সরকার ও সামরিক বাহিনী বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের শত্রুঘাঁটি খুব সহজে শনাক্ত করতে পারবে। তবে এসব স্যাটেলাইটের নতুন নেটওয়ার্ক কখন চালু হবে তা জানাতে পারেনি রয়টার্স।
বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্যাটেলাইট কোম্পানি হলো স্পেসএক্স। এনআরও-এর সঙ্গে তাদের চুক্তি, এতে তাদের ভূমিকা ও স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য বেশ কয়েক যোগাযোগ করা হলেও তারা কোনো জবাব দেয়নি।
পেন্টাগনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা এনআরও ও স্পেসএক্সের কাছে রেফার করেছে।
এক বিবৃতিতে অত্যাধুনিক স্যাটেলাইট সিস্টেম তৈরি এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থা, কোম্পানি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও দেশের সঙ্গে অংশীদারত্বের কথা স্বীকার করলেও স্পেসএক্স নিয়ে রয়টার্সের প্রতিবেদনের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে ন্যাশনাল রিকনেসেন্স অফিস (এনআরও)।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় মানবিক সহায়তায় বাধা দিচ্ছে ইসরায়েল: ইইউ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের বিরামহীন হামলায় সেখানে তীব্র মানবিক সংকট দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে ভেঙে পড়েছে ওই উপত্যকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। দেখা দিয়েছে চরম খাদ্য সংকট।
এই পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অভিযোগ করেছে, গাজায় মানবিক সহায়তায় বাধা দিচ্ছে দখলদার ইসরায়েল। এ বিষয়ে প্রমাণ রয়েছে বলেও সংস্থাটি জানিয়েছে।
গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তানীতি বিষয়ক উচ্চ প্রতিনিধি জোসেপ বোরেল বলেছেন, ইসরায়েল গাজায় মানবিক সাহায্য প্রবেশে বাধা দিচ্ছে এবং তাদের এই কর্মকাণ্ডের প্রমাণও রয়েছে।
ইইউয়ের শীর্ষ এই কূটনীতিক এর আগেও বলেছিলেন, গাজায় যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে অনাহারকে ব্যবহার করছে ইসরায়েল।
বোরেল জানিয়েছেন, চলমান মানবিক সহায়তা সম্পর্কিত সংকটের কারণ হচ্ছে সীমান্তে ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রণ।
যুক্তরাষ্ট্রের পিবিএস টেলিভিশনে তিনি বলেন, যদি মানুষ অনাহারে থাকে। অনাহারে কেন থাকবে? সেখানে ওই লোকদের সাহায্য করার জন্য কোনও মানবিক সহায়তাই নেই? এবং কেন (এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে)? কারণ ইসরায়েল সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ করছে এবং মানবিক সহায়তা পৌঁছতে দিচ্ছে না।
ইসরায়েল অনাহারকে ব্যবহার করছে বলে তার মন্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আপনি কি মনে করেন গাজায় অনাহার রয়েছে? হ্যাঁ, গাজায় অনাহার আছে। লাখ লাখ মানুষ আক্ষরিক অর্থে অনাহারে রয়েছে, তাদের মধ্যে অনেক শিশু মারা যাচ্ছে।
বোরেল প্রশ্ন করেন, আপনি মানবিক সাহায্য আসতে বাধা দিচ্ছেন এবং মানুষ ক্ষুধার্ত থাকছে, এটি কি (সংকটের পেছনে) যৌক্তিক কারণ নয়?
গাজায় ইসরায়েলের হামলার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্ব জনমতের পরিবর্তনের বিষয়ে বোরেল বলেন, আমি এটিকে অবশ্যই একটি গণহত্যা বলতে পারি এবং এটি নিয়ে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ উদ্বিগ্ন বোধ করছে।
ইইউ ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে সমস্যা সমাধানের জন্য দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের পক্ষে বলেও বোরেল পুনর্ব্যক্ত করেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫২ মি.

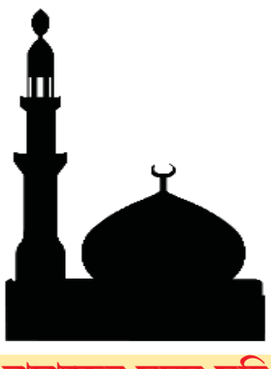

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২১	৫.৪৩
যোহর	১১.৫০	
আসর	৪.০৬	
মাগরিব	৫.৫২	
এশা	৭.০১	
তাহাজ্জুদ	১১.০৭	

আফগানিস্তানে সড়ক দুর্ঘটনা, নিহত ২১

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের হেলমান্দ প্রদেশে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ২১ জন নিহত ও ৩৮ জন আহত হয়েছেন। প্রাদেশিক ট্রাফিক বিভাগের বরাত দিয়ে রোববার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এপি।
হেলমান্দ প্রদেশের এক ট্র্যাফিক কর্মকর্তা কাদরাতুল্লাহ বলেছেন, দক্ষিণ কান্দাহার এবং পশ্চিম হেরাত প্রদেশের মধ্যবর্তী প্রধান সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। রবিবার সকালে একটি মোটরবাইক একটি যাত্রীবাহী বাসের সাথে ধাক্কা দেয়।

২২৭ মার্কিন নাগরিকের ওপর রাশিয়ার নিষেধাজ্ঞা

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়া বিরোধী মনোভাবের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারসহ ২২৭ জন মার্কিন নাগরিকের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে মস্কো। এর ফলে এখন থেকে এসব মার্কিন কর্মকর্তা ও নাগরিক রাশিয়ায় প্রবেশ করতে পারবেন না। রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত ১৪ মার্চ এক বিবৃতিতে জানায়, এই ২২৭ আমেরিকান নাগরিক বর্তমান মার্কিন প্রশাসনের রুশবিরোধী মনোভাবের রূপরেখা, তা বাস্তবায়ন, পক্ষাম্বলন এবং সরাসরি রাশিয়াবিরোধী পদক্ষেপের সঙ্গে জড়িত। তাই এদের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।
এবারের নিষেধাজ্ঞায় রাশিয়াকে নিয়মিত আক্রমণ এবং এর পররাষ্ট্র ও অভ্যন্তরীণ নীতি সম্পর্কে বানোয়াট ও সরাসরি অপবাদ রটানোর সঙ্গে জড়িত এমন মার্কিন কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, গণমাধ্যম, শিক্ষাবিদদের নিশানা করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়া ব্যক্তিদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তাদের মধ্যে রয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার, রাশিয়ায় মার্কিন সাবেক রাষ্ট্রদূত জন সুলিভান, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়েন্ডি শেরম্যান, এফবিআইয়ের বিশেষ এজেন্ট নিল সোমারস এবং অ্যারন স্টেকেটি, মার্কিন সেনাবাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার অ্যান্ড্রু রোহলিং, নিউক্লিয়ার এনার্জির সহকারী সেক্রেটারি ক্যাথরিন হাফ, প্রিন্সিপাল ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জুলি সেরকেরা।

হাইতি বন্দর থেকে ইউনিসেফের ত্রাণের কন্টেইনার লুট

আপনজন ডেস্ক: ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্র হাইতিতে জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের একটি ত্রাণবোঝাই কন্টেইনার লুট হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।
শনিবার (১৬ মার্চ) দেশটির প্রধান বন্দরে এই ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে ইউনিসেফ কর্তৃপক্ষ।
লুট হওয়া কন্টেইনারে 'মাতৃত্ব, নবজাতক এবং শিশুদের প্রাণ রক্ষার জন্য জরুরি' পণ্য ছিল।
দেশটিতে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা চলছে। যার সমাধান না হওয়ায় এর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে দেশটির অর্থনীতিতে। খাদ্যাভাব চরমে পৌঁছেছে, দেখা দিয়েছে মানবিক সংকট। ইউনিসেফ থেকে সতর্ক করে বলা হয়, দেশটিতে রেকর্ড পরিমাণ মানুষ অনাহারে ভুগছে এবং রাজধানী পোর্ট- ঔ-প্রিন্স এর বিভিন্ন অংশে প্রাণঘাতী অপুষ্টি দেখা দিয়েছে।
দেশটির অনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল হেনরি এ সপ্তাহে বলেছেন, একটি অন্তর্বর্তীকালীন কাউন্সিল চালু হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। সশস্ত্র বিভিন্ন গ্যাং বর্তমানে রাজধানীর বিভিন্ন অংশের নিয়ন্ত্রণ করছে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা থেকে বলা হয়, এইসব গ্যাং গণহারে হত্যা, অপহরণ ও ধর্ষণ করছে। ইউনিসেফ জানায়, পোর্ট-ঔ-প্রিন্স বন্দরে তাদের ত্রাণের ১৭টি কন্টেইনার এসেছে। সেগুলো থেকে একটি লুট হয়েছে।
ইউনিসেফের হাইতি প্রতিনিধি ব্রুনো মায়েস এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'শিশুদের জীবন রক্ষার জন্য জরুরি ত্রাণ সরবরাহ লুটপাট অবশ্যই দ্রুত বন্ধ করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে মা-বোনসহ পরিবারের ৩ সদস্যকে হত্যা, যুবক আটক

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পেনিসিলভানিয়ায় প্রাণঘাতী হামলার পর পার্শ্ববর্তী নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যে পালিয়ে যাওয়া সন্দেহভাজন এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। অভিযুক্তের নাম আন্দ্রে গর্ডন। জানা গেছে, ২৬ বছর বয়সী এ যুবক আটকের আগে পেনিসিলভানিয়ায় পৃথক দুটি বাড়িতে ঢুকে তার সৎমা, বোন এবং দীর্ঘদিনের সঙ্গীকে হত্যা করেন। এরপর একটি গাড়ি ছিনতাই করে নিউ জার্সি পালিয়ে যান। সেখানে একটি বাড়ির ভেতর আশ্রয় নিয়েছিলেন সন্দেহভাজন বন্দুকধারী। পরে ওই বাড়ির বাসিন্দাদের নিরাপদে বের করে আনা হয়। ফলস টাউনশিপ পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সকালে তারা পেনসিলভানিয়ার লেভিটাউনের ভিউপয়েন্ট লেনে গোলাগুলির খবর পায়। বাক্স কাউন্টি জেলা অ্যাটর্নি জেনিফার শর্ন বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, গর্ডন তার ৫২ বছর বয়সী সৎ মা কারেন গর্ডন এবং ১৩ বছর বয়সী বোন কেরা গর্ডনকে নিজ বাড়িতে গুলি করে হত্যা করেন। এসময় বাড়ির ভেতর আরো তিনজন ছিলেন। তারা লুকিয়ে থেকে প্রাণরক্ষা করেন। এরপর এজউড লেনে যান গর্ডন। যেখানে তার দুই সন্তানের মা ২৫ বছর বয়সী টেলর ড্যানিয়েলকে গুলি করে হত্যা করেন। এসময় ড্যানিয়েলের মাসহ বাড়িতে আরও চারজন ছিলেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৭৬ সংখ্যা, ৪ চৈত্র ১৪৩০, ৭ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

রাশিয়া

'ছড়ায় দক্ষিণে বামে সৃজন প্রলয়;/ সে বিস্ময় সুখে দুঃখে গর্জি উঠি কয়–/ জয়, জয়, জয়।' কথাগুলি শতবর্ষ পূর্বে লিখিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাহা এখন রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের জন্যও প্রযোজ্য বটে। গত শুক্রবার শুরু হইয়াছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, চলিবে আজ রবিবার অবধি। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন–কী দরকার ছিল নির্বাচনের? একমেবাদ্বিতীয়ম ও অবিসংবাদিত নেতা পুতিন। একচ্ছত্র, অভাবিত, বিপুল বিস্ময়কর ক্ষমতা লইয়া তিনি ২৩ বত্সর ধরিয়া চূড়ান্ত ক্ষমতায় আসীন। তিনি যাহা বলিবেন, যাহা ভাবিতেন, যাহা চাহিবেন–রাশিয়ায় তাহাই হইবে। সুতরাং ভোট না হইলে কী আসিত যাইত! কিন্তু তাহার পরও তিনি তো ভোট বাদ দেন নাই। তিনি নির্বাচন দিয়াছেন, হউক তাহা একপেশে। তিনি ২০১৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় বলিয়াছিলেন–২০২৪ সালের পরে আর রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে থাকিবেন না; কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই সিদ্ধান্ত তিনি নিশ্চয়ই বদলাইতে পারেন। তাহা তিনি বদলাইয়াছেনও। সেই ২০০০ সালের মে মাস হইতে ২০০৮ সালের মে পর্যন্ত দুই দফায় ভোটে জিতিয়া তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন; কিন্তু তত্কালীন রুশ আইন অনুযায়ী দুই বারের অধিক প্রেসিডেন্ট পদে থাকা যাইত না। সেই কারণে তিনি অনুগত দিমিত্রি মেদভেদেভকে প্রেসিডেন্ট করিয়া নিজে প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন। তখন রাশিয়ায় প্রধানমন্ত্রীই হইয়া গেলেন শীর্ষক্ষমতাধর ব্যক্তি। ইহার পর ২০১২ সালে নির্বাচনে জিতিয়া পুনরায় ছয় বত্সরের জন্য প্রেসিডেন্ট হন পুতিন। পুনরায় নির্বাচিত হন ২০১৮ সালে। সুতরাং পুনরায় তিনি টানা দুই বার প্রেসিডেন্ট হইলেন। পুনরায় আইনি বাধা আসিল দুই বারের অধিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের; কিন্তু ২০০৮ সালের মতো এইবার আর রাখঢাক রাখিলেন না পুতিন; ২০২৪ সালের নির্বাচনে অংশ লইতে তিনি ২০২১ সালেই আইন পরিবর্তন করিয়া ফেলিলেন। সুতরাং পঞ্চম বার (দ্বিতীয় মেয়াদে টানা তৃতীয় বার) প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হইয়া তিনি যে ২০৩০ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকিবেন–তাহাতে কাহারো কোনো সন্দেহ নাই। কেন সন্দেহ নাই? নির্বাচন শুরুর আগেই দেশের অধিকাংশ বিরোধী নেতাকে জেলবন্দি করিয়াছে পুতিনের প্রশাসন। তাহার বিপক্ষে মাত্র তিন জন প্রার্থীকে নির্বাচনে লড়াই করিবার অনুমতি দিয়াছে রাশিয়ার নির্বাচন কমিশন। তাহার মধ্যে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে লড়িতেছেন পুতিন। তাহার দল ইউনাইটেড রাশিয়া পার্টি অবশ্য পূর্বেই জানাইয়াছে, রুশ প্রেসিডেন্টকে পূর্ণ সমর্থন দিবে তাহারা। ইহা ছাড়াও নির্বাচনে লড়িতেছেন লেনয়েড স্লাটস্কি ও ভ্লাদিস্লাভ দাভানকোভ। দুই জনের কেহই পুতিন-বিরোধী মন্তব্য করেন নাই কখনো। ইতিপূর্বে পুতিনের প্রধান প্রতিপক্ষ জেলবন্দি অ্যালেক্সেই নাভালনিকে নির্বাচনি লড়াই হইতে সরাইয়া দিয়াছিল রুশ প্রশাসন। পরে জেল হেফাজতেই নাভালনির মৃত্যু হয়। নাভালনির পরে বিরোধী মুখ হিসাবে যেই দুই জনের নাম উঠিয়া আসে তাহার মধ্যে একাতেরিনা দুনোত্সভা মনোনয়ন দিলেও তাহার নথিপত্রে ত্রুটির অভিযোগ দেখাইয়া খারিজ করিয়া দেয় নির্বাচন কমিশন। অপর জন বরিস নাদেঝিন নির্বাচনে লড়িতে চাহিয়া ১ লক্ষ সই সংগ্রহ করেন; কিন্তু তাহার মধ্যে ৫ হাজার সইকে অবৈধ বলিয়াছে নির্বাচন কমিশন। ফলে দুই জনের কেহই নির্বাচনে লড়িতে পারিবেন না। সুতরাং পুতিনের জয় সুনিশ্চিত। টানা ২৪ বত্সর ক্রেমলিনে ক্ষমতায় ছিলেন জোসেফ স্তালিন এবং লিওনিদ ব্রেজনেভ। এই বার মস্কোর মসদনে বসিয়া নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে যাইতেছেন পুতিন।

পুতিন সম্প্রতি বলিয়াছেন–আক্রান্ত হইলে তিনি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করিতেও দ্বিধা করিবেন না। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলিয়াছেন–সেই পৃথিবী থাকিয়া কী লাভ, যেই পৃথিবীতে রাশিয়া থাকিবে না! আসলে সোভিয়েত জমানায় গুপ্তচর সংস্থা কেজিবির সাবেক প্রধান ভ্লাদিমির পুতিনের ইচ্ছাই যেন আইন। এখন রাশিয়ার আর জারতন্ত্র নাই, সোভিয়েততন্ত্রও ইতিহাসে বিলীন। এখন আছে পুতিনতন্ত্র। বলা যায়, এক বিমূঢ়-বিস্ময় জাগাইয়াছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন! কারণ, সংবিধানে 'গণতন্ত্র' থাকিলেও 'পুতিনতন্ত্র' সেই 'গণতন্ত্র'কে গলাধাক্কা দেয় নাই। এখনো রাশিয়ার জনগণের ম্যান্ডেট লইয়াই পুতিন পুনর্বার প্রেসিডেন্ট হইতে যাইতেছেন। ইহা তো কম কথা নহে!

ভোটের ময়দানে সাম্প্রদায়িক প্রচার করে ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা রুখতে হবে

পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হলেও স্বাধীনতার স্বাদ থেকে বহুদূরে দেশের প্রান্তিক ও সাধারণ মানুষ। জয়ের উল্লাস নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে। রাম-রহিমের লড়াই ও আত্মবলিদান মুহূর্তে ম্লান হয়েছিল ধর্মের নামে দেশ বিভাজনের মাধ্যমে। তবে দেশের সাধারণ মানুষ ও স্বাধীনতা যুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যোদ্ধারা জাতপাত, বর্ণ- ধর্ম নির্বিশেষে একসাথে থাকতে চেয়েছিল। লিখেছেন **ড: মুহাম্মদ ইসমাইল।**

পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হলেও স্বাধীনতার স্বাদ থেকে বহুদূরে দেশের প্রান্তিক ও সাধারণ মানুষ। জয়ের উল্লাস নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে। রাম-রহিমের লড়াই ও আত্মবলিদান মুহূর্তে ম্লান হয়েছিল ধর্মের নামে দেশ বিভাজনের মাধ্যমে। তবে দেশের সাধারণ মানুষ ও স্বাধীনতা যুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যোদ্ধারা জাতপাত, বর্ণ- ধর্ম নির্বিশেষে একসাথে থাকতে চেয়েছিল। কোন ভাবেই সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারেনি দেশ ভাগ। কিন্তু কয়েকজন ধর্মান্ধ ও স্বার্থ লম্পট লোকের লালসার বসত দেশ বিভাজন হয়। তবে দেশের সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার অভাব ঘটেনি জনসাধারণের আত্মীয়তার মিলনে কিন্তু কিছু গোষ্ঠী ও সংগঠন জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা,লুটতরাজ, খুন ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে। ফলে কাতারে কাতারে জনসাধারণ আতঙ্কিত হয়ে নিজের ভিটে মাটি ও আত্মীয় স্বজনদের স্মৃতি বিজড়িত সবকিছু ত্যাগ করে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে স্থানান্তরিত হয়। তবে তার মধ্যে ও এক অপরের আশ্রয়দাতা হিসাবে কাজ করে।নানা সংগঠন মানুষকে উৎসাহিত করে নিজেদের পছন্দমতো বসবাস করার জন্য। কারণ সুবিশাল দেশের ১০০ শতাংশ জনসংখ্যাকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগাভাগি করা ছিল মুশকিল। তাই পাকিস্তানে যেমন হিন্দু জনসংখ্যা থেকে যায় তেমনি ভাবে ভারতে মুসলমানেরা শীর্ষস্থানীয় নেতাদের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়। তারপর থেকে দীর্ঘ সময় ধরে বসবাস করছে হিন্দু-মুসলমান উভয় দেশে। তবে উভয় দেশের সংখ্যালঘুরা নানা সমস্যায় জর্জরিত ও বঞ্চনার অভিযোগ করেছে বরাবর। ভারতের সংখ্যালঘুদের বঞ্চনার খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে সাচ্চার কমিশনের রিপোর্টে। চাকরি না পাওয়া থেকে শুরু করে চাকুরিরত সকলের বঞ্চনার খতিয়ান তুলে ধরা হয়। তারপরও সংখ্যালঘুদের বঞ্চনার খণ্ডন হয়নি ভারতে। তবে সংখ্যালঘুদের নিপীড়ন ও তাদের উপর অত্যাচার এবং প্রভাব খাটানো থেকে আইনের ফের পাঁচে ফেলা নতুন কোন ঘটনা নয়। যা বহু যাবৎকাল ধরে চলে আসছে। অফিসে অকারণে চোখ রাঙানি, বসের আবদার ও গর্জন, সংখ্যালঘুদের হাতে খাদ্য গ্রহণ না করা, স্পর্শ থেকে শুরু করে নানা ঘটনা নিত্যদিনের ভোগান্তি। যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে কাজকর্ম না দেওয়া ও মর্যাদা না পাওয়া এমন ঘটনা ধারাবাহিক। তবে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেভাবে হুংকার ও হাক ডাক শুরু হয়েছে তা দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ভারতীয় সংবিধানের ধারা ও দেশের আইন-কানুনকে তয়োক্কা না করে সর্বভারতীয় নানা হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ও ব্যক্তিগত ভাবে বহু মানুষ নিজেদের মতো করে সংখ্যালঘুদের হেনস্তা করছে বিভিন্ন প্রান্তে। গত কয়েক বছরে দেশের আইনকানুন ও সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ বেড়েছে এবং ভারতীয় সংবিধানের ভিত্তিতে নানাভাবে আঘাত হানার অপচেষ্টা হচ্ছে। যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করছেন বহু জনপ্রতিনিধি। তবে ২০১৪ সালের সরকার বদলের পর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন যেভাবে উৎপাত শুরু করেছে তা নিয়ে গণতন্ত্র প্রিয় ভারতবাসী আতঙ্কিত। মাত্র ৪০ শতাংশের কম ভোট পেয়ে সরকার চলছে এবং দেশের ৬০ শতাংশের বেশি জনগণ কে উপেক্ষা করে। আজও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ, গণতন্ত্র প্রিয় ও সংবিধানের ধ্যানধারণা কে বাঁচানোর পক্ষে রয়েছে। কিন্তু তারা বিভিন্ন পার্টি, দলাদলি, ধর্ম, জাতপাত, বর্ণ ও নানাভাবে বিভক্ত রয়েছে। কিছু রাজনৈতিক দল সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও সরকারে রয়েছে। একদিকে দেশের বিচার ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে কয়েকশো বছরের মন্দির, মসজিদের মত নানা বিষয়কে সামনে আনা হচ্ছে ও জনসাধারণকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে রাজনৈতিক ফায়দা ভোগ করার চেষ্টা হচ্ছে। দেশের উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিষেবা,বেকারত্ব,অর্থনৈতিক মন্দার মত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি থেকে শুরু করে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা নিয়ে চিন্তিত দেশের বুদ্ধিজীবী থেকে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। যদিও বুদ্ধিজীবীদের একাংশ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে সিদ্ধহস্ত। বর্তমানে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ১০০° জ্বরে থরথর করছে বর্তমান নির্বাচন নিয়ে। কয়েক বছরে বিজেপির শাসন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর বিজেপি নিয়ে প্রচার ও প্রসার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে গেছে। হিন্দু রাষ্ট্রের নামকরণ নিয়ে তোড়জোড় শুরু করেছে বিজেপি। তারা কৌশলে ভয় দেখানো শুরু করেছে সংখ্যালঘুদের। আগামী ২০২৪ নির্বাচনে বিজেপি সরকারে আসলে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করবে এমনটাই আশঙ্কা করছেন সংখ্যালঘুরা। সেই ভয় ক্রমশ দানা বাঁধছে জোরকদমে। ইতিমধ্যে এক বিজেপি নেতা সংবিধান সংশোধনের দাবি তুলেছেন। তাই বর্তমানে সংখ্যালঘুদের দায় দেশকে বিজেপি মুক্ত করা। অবিজেপি শক্তিকে ভোট দান করার দিকে তাদের মন। ২০২৪ সালের নির্বাচন সংখ্যালঘুদের কাছে মরণপণ লড়াই যে কোন মূল্যে বিজেপিকে পরাস্ত করতে হবে। অপরপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতিনিধিরা বারবার বলছে তাদের তো কিছু হবে না, তাদের ধর্মীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে ও দেশের ধর্ম নির্ধারণ হবে। আর সংখ্যালঘু মুসলমানেরা দেশে বসবাস করতে পারবে না ও সংবিধান পরিবর্তন করা হবে। তার ফলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা থেকে শুরু করে সবকিছু ইসলাম ধর্মালম্বীদের বিরুদ্ধে যাবে। তাদের দেশের নতুন সংবিধান হবে হিন্দুদের আচার-আচরণ ও ধর্মীয় বিধান মানতে হবে। তাই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিরোধী রাজনৈতিক দল সংখ্যালঘুদের এ নেয় বিজেপির বিপদ সম্পর্কে অবগত করছে। মুসলিমদিরে মনে সত্যিই আমঙ্কা দানা বেঁধেছে, হয়তো ২০২৪ সালের পর মুসলমানদের ভোটাধিকার থাকবে না এবং নতুন সংবিধান রচনা হলে তাদের দাসত্ব স্বীকার করে থাকতে হবে । ভোটাধিকার না থাকলে নাগরিকত্ব থাকবে না তাই মরতে হবে কোন অজানা আস্তানায়। তা নিয়ে বহু লোকের ঘুম হারিয়েছে অথচ সাত পুরুষের খতিয়ান বলছে তারা ভারতীয়। অন্যদিকে এনপিআর,এনআরসি নিয়ে তোড়জোড় শুরু করেছে। অসমের এনআরসি মুসলিমদের অনেক শিক্ষা দিয়েছে। হয়ত অশিক্ষা দারিদ্রতার কারণে তাদের নামে বানান ভুল রয়েছে। ভূমিহীন সামান্য মুসলমান ছাড়া সকলের কোনো না কোনো নথিপত্র রয়েছে। তার জের অসমের মুসলিমদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার চক্রান্ত চলছে। বর্তমানে ভারতীয় পরিস্থিতি আলোচনা করলে সহজেও বোঝা যায় দেশের সংখ্যালঘুরা এখন ঘোর বিপদে। যদিও যুগ যুগ ধরে প্রকৃত সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত সংখ্যালঘু এবং দলিতরা। সাচার কমিটির রিপোর্ট বলছে, স্বাধীনতার এক বছর পরও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি দেশের মুসলমানদের। তার দায় দেশের রাজনৈতিক দলগুলির। তবে পরিস্থিতি পাল্টেছে। সাচার কমিটির রিপোর্ট আর্থ সামাজিক অনুন্নয়নের মধ্যে মুসলিমদের চিত্র তুলে ধরলেও, এখনকার মতো প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িকতার শিকার হতে হয়নি সংখ্যালঘুদের। তাই আসাম থেকে শিক্ষা নিয়ে সিএএ চালু নিয়ে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ রয়েছে। এখন সিএএ চালু কারাটা সারা দেশে এনআরসি চালু করার নেপথ্য পরিকল্পনা হতে পারে। সিএএ তে প্রতিবেশী দেশে শুধু ধর্মীয় অত্যাচারের শিকার মুসলিম ব্যতিরেকে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের ভারতে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু যারা সামাজিকবাবে নিপীড়িত ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল সেই সব মুসলিমরা এ দেশে এলেও তাদেরকে নাগিরিকত্ব দেওয়া হবে না। তাই সিএএ সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে পূর্ণ। তাই সাংবিদানিকভাবে আমাদের মোকাবিলা করতে হবে। এন আর সি ও এনপিআর হলে হিন্দু সমাজের বৃহত্তর অংশ বিপদে পড়বে কারণ তারা ভারতের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রলুব্ধ হয়ে বাংলাদেশ থেকে কাতারে কাতারে ভারতে বসবাস শুরু করেছে। তাদের মধ্যে বহু লোক আজও ওপার বাংলা থেকে বাড়ি ভাড়া ও পেনশনের টাকা নিয়ে আসছে অথচ বসবাস করছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। ভারতে বসবাসকারী বৃহত্তর হিন্দু জনগণ বিপদে পড়বে, নাগরিকত্ব হারাবে ও জান মাল বাজেয়াপ্ত হবে।

সংখ্যালঘুদের উচিত প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করে রাখা অন্যদিকে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য সহ নানা কাজে মনোনিবেশ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কারণ এই দেশ কোন নেতার নয়, বা কোনো রাজনৈতিক দলের নয়। মনে রাখতে হবে সকলের দেশ, এমন দল ও নেতা কালের নিয়মে চলেও যাবে। কিন্তু ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যময়তা যুগ যুগ ধরে বিরাজ করবে। তাই সংখ্যালঘুদের আতঙ্কিত না হয়ে, সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে নিজেদের উন্নয়ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আবেদন করতে হবে। আর সাম্প্রদায়িক দলকে বিদায় জানাতে হবে নিজেদের শর্মীয় স্বাধীনতা বজার রাখার স্বার্থে। তবেই সামগ্রিক ভাবে সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন হবে।

ড. মুহাম্মদ ইসমাইল, সহকারী অধ্যাপক, দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ, দক্ষিণ দিনাজপুর

অসমের এনআরসি মুসলিমদের অনেক শিক্ষা দিয়েছে। হয়ত অশিক্ষা দারিদ্রতার কারণে তাদের নামে বানান ভুল রয়েছে। ভূমিহীন সামান্য মুসলমান ছাড়া সকলের কোনো না কোনো নথিপত্র রয়েছে। তার জের অসমের মুসলিমদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার চক্রান্ত চলছে। বর্তমানে ভারতীয় পরিস্থিতি আলোচনা করলে সহজেও বোঝা যায় দেশের সংখ্যালঘুরা এখন ঘোর বিপদে। যদিও যুগ যুগ ধরে প্রকৃত সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত সংখ্যালঘু এবং দলিতরা।

আরাশ আজিজি

নতুন ইরান কড়া নাড়ছে দরজায়, কিন্তু.../১

২০২২ সালে গণ-আন্দোলন ও গাজা যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবারের মতো ১ মার্চ ইরানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। এই ভোট পার্লামেন্ট ও অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্টস নির্ধারণী ভোট, যাদের কাজ হবে ইরানের শীর্ষ নেতা নির্ধারণ। এই নির্বাচনে দেশের বর্তমান নেতৃত্বের কাজের মূল্যায়নের কোনো ব্যাপার নেই। এর পেছনে অন্য কারণ আছে। নির্বাচনের পর নেতা কে হয়েছেন, কে কত ভোট পেয়েছেন, তা ছাপিয়ে আলোচনায় এসেছে কতসংখ্যক মানুষ ভোট দিতে পারেননি সে বিষয়টি। যদি আমরা সরকারি হিসাবও মেনে নিই, তাহলে এবারের নির্বাচনে ১৯৭৯ সালের ইসলামিক রেভল্যুশনের পর সবচেয়ে কম ভোট পড়ল। মাত্র ৪১ শতাংশ মানুষ এবার ভোট দিয়েছেন।

ব্যালট বাক্সে ভোট বেশি পড়লেও লক্ষণীয় কোনো পরিবর্তন ঘটত না। ইরানের কট্টরপন্থী সরকার কখনোই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে হাঁটেনি। তারা কেবল এমন একটা আবহের জন্ম দিয়ে গেছে যে ভোট সুষ্ঠু হয়েছে। এবার সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। বেশির ভাগ সংস্কার ও মধ্যপন্থী নেতাদের এবার নির্বাচনে অংশই নিতে দেওয়া হয়নি। প্রার্থী হিসেবে ইরানিরা যাঁদের পেয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই রক্ষণশীল ও কট্টরপন্থী এবং শীর্ষ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনির বশংবদ। তবে তাঁদের এই মতামত ও আনুগত্যের মাত্রায় কিছু পরিবর্তন আছে।

তবে এই ধারণা ভুল যে কট্টরপন্থীদের বিজয় ও রাজনৈতিক স্থবিরতা ইরানে দীর্ঘায়িত হবে। কারণ, নিজেদের ইসলামপন্থী হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার পরও ইসলামিক রিপাবলিকের অনেক রাজনীতিবিদই আদর্শবাদী বা বিপ্লবী নন। তাঁরা টেকনোক্র্যাট অথবা পণ্ডিত। ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে আয়াতুল্লাহ খামেনির অনুগ্রহ চান।

আজকের ইরান অশীতিপর আয়াতুল্লাহ খামেনির নেতৃত্বে পরিচালিত। তাঁর মৃত্যুর পর ইরানের বিভিন্ন নীতিতে জোরদার পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইরানে ক্ষমতার দৌড়ে থাকা প্রার্থীদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, আয়াতুল্লাহ খামেনির মৃত্যুর পর তাঁরা এমন নীতি গ্রহণ করতে পারেন, যা জনগণ ও পশ্চিমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

এই সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে যে ইরান কট্টরপন্থীদের হাত থেকে একটি সামরিক কর্তৃত্বপরায়ণ সরকারের হাতে চলে যেতে পারে। অর্থাৎ একটি নতুন ইরান দ্বারে কড়া নাড়ছে বটে, তবে এই ইরান সেই ইরান নয়, যে ইরানের জন্য সরকারবিরোধীরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

আয়াতুল্লাহ খামেনির ৩৫ বছরের শাসনামলে ইরান অর্থনৈতিকভাবে একা হয়ে পড়েছে, সমাজে দমনমূলক ব্যবস্থা জারি হয়েছে এবং লেবানন, গাজা, ইয়েমেনসহ ইরাক অন্যান্য জায়গায় ইসলামপন্থী মিলিশিয়াদের প্রতি ইরানের সমর্থন বেড়েছে।

এসব কর্মকাণ্ডের ফল ভালো হয়নি, তবে ফলাফল যা-ই হোক না কেন, আয়াতুল্লাহ খামেনি ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের যে আদর্শ, তাতে একচুলও ছাড় দিতে রাজি নন। আজকের ইরানে খুব কমসংখ্যক মানুষই এখন এই মূল্য চুকাতে প্রস্তুত।

গ্রেপ্তার ও শাস্তিকে তোয়াক্কা না করে লাখ লাখ মানুষ ২০২২-২৩ সালে হিজাব নীতির বিপক্ষে আন্দোলনে যুক্ত হয়। এই আন্দোলন ইরানের প্রধানতম নীতিগুলোর বিরুদ্ধে মানুষের ব্যাপক অসন্তোষের ইঙ্গিত দেয়। ইরানের কট্টরপন্থী নীতি নিয়ে প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে মতবিরোধ পৌঁছেছে। ইরানের শীর্ষ কূটনীতিকরা এখন প্রকাশ্যে ইরানের পশ্চিমা বিরোধী নীতির সমালোচনা করছেন। তাঁরা মনে করেন, এই নীতির কারণে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা এসে দেশটিকে পঙ্গু করে দিয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে বিরোধের পথকে সুগম করেছে। সাবেক কূটনীতিকদের অনেকেই ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়াকে সমর্থন দেওয়ার সমালোচনা করেছেন।

তা ছাড়া জীবনযাত্রার মান ক্রমে নিম্নমুখী হওয়ায় দেশের শ্রমজীবী মানুষ নিয়মিত বিক্ষোভ করছে। এমনকি দেশটির সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল স্বীকার করেছে, দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে সমাজের প্রতে৵ক মানুষের আস্থা ক্ষীণ হয়ে আসছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সম্প্রতি বলেছেন, উন্নয়নমুখী কোনো কৌশল ইরান গ্রহণ করেনি। তিনি ইরানের অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে 'বিপর্যয়কর' বলেও মন্তব্য করেন।

ইরানের কট্টরপন্থী নীতি নিয়ে প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে মতবিরোধ পৌঁছেছে। ইরানের শীর্ষ কূটনীতিকরা এখন প্রকাশ্যে ইরানের পশ্চিমা বিরোধী নীতির সমালোচনা করছেন। তাঁরা মনে করেন, এই নীতির কারণে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা এসে দেশটিকে পঙ্গু করে দিয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে বিরোধের পথকে সুগম করেছে। সাবেক কূটনীতিকদের অনেকেই ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়াকে সমর্থন দেওয়ার সমালোচনা করেছেন।

সিরিয়া ও লেবাননের সাবেক একজন রাষ্ট্রদূত হিজবুল্লাহ ও হামাসের মতো গোষ্ঠীগুলো পেল্লায় হয়ে ওঠা নিয়ে তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। যদিও এই রাষ্ট্রদূতই মিলিশিয়াগুলোকে ইরান সরকারের ছাড় করা অর্থ পৌঁছে দিত। ওই রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, এই মিলিশিয়ারা সরাসরি আয়াতুল্লাহ খামেনির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে থাকে।

গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, আজকের দিনে ইরানের যারা রক্ষণশীল অথবা কট্টরপন্থী তাঁরাও পরিবর্তন চাইছেন। মোহাম্মদ বাকের গালিবাফের কথা ধরুন। তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার আগে ইরানের শক্তিশালী ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ডস কর্পের কমান্ডার ছিলেন। (২০২০ সালে তিনি সংসদের স্পিকার হয়েছিলেন)। আয়াতুল্লাহর প্রতি তাঁর জোরালো সমর্থন আছে। গালিবাফ ২০০৫-১৭ সাল পর্যন্ত তেহরানের মেয়রের দায়িত্ব পালন করেন। চূড়ান্ত দুর্নীতির মধ্যেও তিনি তেহরানের পরিবহনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে রাজধানীকে সক্রিয় করে তুলতে সমর্থ হন।

এই দক্ষতা শুধু গালিবাফের নয়। খামেনির কট্টর বিরোধীদের মধ্যেও গালিবাফের মতো ব্যক্তিত্ব রয়েছে। শুক্রবারের নির্বাচনের অন্যতম প্রার্থী সাঈদ মোহাম্মদ রেভল্যুশনারি গার্ডের প্রকৌশল বিভাগের প্রধান ছিলেন।

আগামীকাল সমাপ্ত..

প্রথম নজর

সকাল সকাল প্রচার শুরু বোলপুরের তৃণমূল প্রার্থী অসিত মালের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হতেই সকাল সকাল তৃণমূল প্রার্থী অসিত মাল কে নিয়ে রবিবাসরীয় প্রচারে বেরিয়ে পড়েছেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ, সঙ্গে তৃণমূল বিধায়ক বিধান মাঝি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোলপুর লোকসভা নির্বাচনের প্রচার সারছেন তৃণমূল প্রার্থী। শনিবার ২৪এ লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ও প্রকাশ হয়েছে। ভোট ঘোষণা হতেই রবিবাসরীয় প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী অসিত মালকে নিয়ে প্রচারে বেরিয়েছেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। সঙ্গে রয়েছেন নানুরের তৃণমূল বিধায়ক বিধান মাঝি। এদিন সকালে নানুরের বড়া সাওতা গ্রামে একটি ছোট্ট কর্মীসভা করেন কাজল শেখ বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি, ছিলেন প্রার্থী অসিত মাল, বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি। সেখান থেকে সরাসরি চলে আসেন বীরভূমের নানুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। প্রতিটি বাড়ি বাড়ি, দোকানে দোকানে, পথ চলতি মানুষের সাথে জোড়হাত করে ভোট চাইছেন বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অসিত মাল। বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ জানান, মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছি প্রার্থীকে নিয়ে। চব্বিশে লোকসভার ভোট হবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে সামনে রেখে। বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা প্রতিবাদ। বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আটকে দেওয়া। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বাংলার মানুষকে ১০০ দিনের কাজে টাকা দেওয়া। রুপশ্রী, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী বিভিন্ন প্রকল্প মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই সমস্ত উন্নয়নকে সামনে রেখে আমরা ভোট চাইছি। অসিত মাল বিপুল ভোটে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রায় তিন লক্ষ ভোটে লিড হবে বলেন কাজল শেখ।

সৌমিত্র খাঁকে চ্যালেঞ্জ প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সাংবাদিক সম্মেলন করে সৌমিত্র খাঁকে ওপেন চ্যালেঞ্জ সুজাতা মন্ডলের, নমিনেশন প্রত্যাহারের দাবি সুজাতার, সুজাতার মাথা ঠিক নেই কটাক্ষ সৌমিত্রের । সোনামুখীতে আগামী লোকসভা নির্বাচনের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুজাতা মন্ডল একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন সেখানেই তিনি সৌমিত্র খাকে ওপেন চ্যালেঞ্জ করে বসেন, সুজাতার দাবি বিষ্ণুপুর লোকসভার যিনি বিজেপি প্রার্থী বিদায় সাংসদ তিনি বিষ্ণুপুর লোকসভার জন্য কোন উন্নয়ন করেননি আমি কথা দিচ্ছি বিষ্ণুপুর পোড়ামাটির হাটে বসে একদিন চ্যালেঞ্জ হয়ে যাক ডিবেট হয়ে যাক তিনি কি উন্নয়ন করেছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারে থেকে সাংসদ হয়ে এবং আমাদের পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ থেকে আমরা কি উন্নয়ন করেছি। যদি এটা প্রমাণ হয়ে যায় উনি ওনার এমপি ল্যান্ড থেকে বিষ্ণুপুর লোকসভার জন্য কাজ করেছেন তাহলে আমি কথা দিচ্ছি আমি নমিনেশন প্রত্যাহার

করব। সুজাতা মন্ডল সাংসদকে কটাক্ষ করে বলেন শুধু বিলাসিতা ফুর্তি ছাড়া উনি কোন কাজ করেননি। সুজাতা মন্ডল আরো বলেন উনাকে ডিভেডে আসতে বলছি উনি বিষ্ণুপুর লোকসভার জন্য কোন উন্নয়ন টা করেছেন উনার এমপি ল্যাড থেকে সেটার জবাব দিন তারপর বাকি লড়াই টা দেখা যাবে। পাল্টা প্রতিক্রিয়া সৌমিত্র খাঁর একটি ভিডিও দেখিয়ে তিনি বলেন প্রথমে উত্তর দিন পঞ্চায়েত ভোটে নমিনেশন কেন করতে দেননি বিরোধীদের। আর আপনার যে ভোট হয়েছিল এই ছাপ্পাটা কে মারছিল। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ছাপ্পা মারা করিয়েছে। মাথার যাদের ঠিক নাই তাদের উত্তর দেওয়া ঠিক নেই।

সোনামুখীতে জনগর্জন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সোনামুখী বোডিং মাঠে বাংলার অধিকার যাত্রা জনগণের জনগর্জন উপলক্ষে সোনামুখীতে জনসভা উপস্থিত তৃণমূল প্রার্থী এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্বাচনের প্রাক্কালে দলীয় কর্মীদের করা বার্তা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বাংলার অধিকার যাত্রা এবং জনগণের জনগর্জন উপলক্ষে এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সোনামুখী বোডিং মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি জনসভার আয়োজন করা হয় এই জনসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডল সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্বরা। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কল্যাণ

বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় নেতৃত্বদের কড়া বার্তা দিয়ে যান, তিনি জানান আগামী ২৫ শে মে পর্যন্ত সকল কর্মীদের দাঁতের দাত দিয়ে লড়াই করতে হবে যে যার জায়গায়। যারা জেলা পরিষদের মেম্বার আছে তারা আগামী ২৫ শে মে পর্যন্ত জেলা পরিষদে যাওয়ার দরকার নেই। যারা পঞ্চায়েত সমিতি মেম্বার আছেন তাদের আগামী ২৫ শে মে পর্যন্ত পঞ্চায়েত সমিতিতে যাবার দরকার নেই। যারা পঞ্চায়েতে আছেন পঞ্চায়েতে যাওয়ার দরকার নেই।

ধুলিয়ান পৌরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তৃণমূলেরই পুরপিতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ধুলিয়ান পৌরসভার চেয়ারম্যান ইনজামুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তৃণমূলেরই ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পারভেজ আলম ওরফে পুতুল। পৌর এলাকার সমস্ত ওয়ার্ডের উপভোক্তাদের আবাস যোজনার টাকা প্রদান করা হলেও গোষ্ঠী কোন্দল এবং প্রতিহিংসা করে শুধুমাত্র ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বেশকিছু উপভোক্তাদের টাকা আটকে রাখার অভিযোগ করেছেন খোদ কাউন্সিলর। কাউন্সিলরের সাংবাদিক সম্মেলন করে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডের উপভোক্তাদের অভিযোগ ঘিরে রীতিমতো শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে সামসেরগঞ্জের ধুলিয়ান পৌর এলাকায়। বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে এবং চেয়ারম্যানের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে প্রকাশ্যে বিজেপিতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন

কাউন্সিলর পারভেজ আলম পুতুল। ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বঞ্চিত উপভোক্তাদের অভিযোগ, দীর্ঘ দেড় বছর ধরে বাড়ি খোলা অবস্থায় রয়েছে। কেউ ভিত পর্যন্ত কেউ আবার বাড়ির কিছুটা অংশ উঠিয়ে টাকা না পেয়ে বেকায়দায় পড়ে রয়েছেন।কাউন্সিলরের স্পষ্ট দাবি, উপভোক্তরা টাকা পাওয়ার জন্য যে কয়েকজন অফিসারের স্বাক্ষর দরকার সবাই স্বাক্ষর করলেও প্রতিহিংসা করে শুধুমাত্র চেয়ারম্যান স্বাক্ষর না করায় সেই টাকা আটকে রয়েছে। ফলে চরম দুর্বিষহ অবস্থায় দিন কাটাতে হচ্ছে আবাস যোজনার উপভোক্তাদের। প্রতিহিংসার এই রাজনীতি বন্ধ না করলে চেয়ারম্যানের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে বিজেপিতে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন তৃণমূলেরই কাউন্সিলর পারভেজ আলম ওরফে পুতুল। পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়ানোরও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন তিনি।

এদিকে দলেরই কাউন্সিলর পারভেজ আলম পুতুলের যাবতীয় অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়ে ধুলিয়ান পৌরসভার চেয়ারম্যান ইনজামুল ইসলামের দাবি, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ। ইতিমধ্যেই সমস্ত ওয়ার্ডের পাশাপাশি ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ২৪ জন উপভোক্তাদের একাউন্টে টাকা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি সোমবারের মধ্যে বাকি আরো ১৫ জন উপভোক্তার একাউন্টে টাকা প্রদান করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। চেয়ারম্যানের আরো দাবি, যারা টাকা পাওয়ার কথা তাদের নাম না দিয়ে তার সাঙ্গপাঙ্গদের টাকা দেওয়ার চেষ্টা করছে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ওই কাউন্সিলর। আমরা সেটা বানচাল করে ন্যায্য প্রাপদের দিয়েছি। এতেই ওই কাউন্সিলরের গাত্রজ্বালা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ধুলিয়ান পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পারভেজ আলম পুতুল ২০২২ সালে কংগ্রেসের প্রতীকে জয়লাভ করে পৌরসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মাস ছয়েক আগেই কংগ্রেস ছেড়ে জেলা সভাপতির হাতে পতাকা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন তিনি।

মানুষের হৃদয়ে লেখা আছে নাম, দেওয়াল লিখনের প্রয়োজন নেই

বললেন যাদবপুরের বাম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: শনিবার লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে রবিবাসরীয় প্রচারে ঝড় তুলতে মরিয়া ছিলো সকল রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপি আইএমের প্রার্থী তরুণ ও লড়াকু যুবক সৃজন ভট্টাচার্য। রবিবার সকাল থেকেই বাম কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে জনসংযোগ ও পদযাত্রার মাধ্যমে জনসংযোগ বৃদ্ধি করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএমের প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সকল রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের চোখে পড়লেও তেমন ভাবে চোখে পড়েনি সিপিআইএমের প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্যের দেওয়াল লিখন। সেই দেওয়াল লিখন বিষয় নিয়ে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএমের প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করা হলে রবিবার প্রচারের মাঝে তিনি বলেন, কাগজে লিখ নাম সে নাম ছিঁড়ে যাবে কিন্তু মানুষের হৃদয়ে লেখা নাম সে নাম রয়ে যাবে। দেয়ালের নাম লিখলে সেই দেওয়ালের লেখা নাম কোন একটা

সময় মুছে যাবে আমি মানুষের হৃদয়ে নাম লিখতে চাই। রবিবার বারুইপুরের পদ্মপুকুর থেকে শিবানীপিঠ পর্যন্ত একটি জনসংযোগ পদযাত্রা করেন সিপিআইএমের প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। একটা সময় যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র ছিল বামেদের শক্ত ঘাঁটি কিন্তু এখন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত। তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটিতে মানুষের হৃদয়ে নাম লেখার লক্ষ্যে নেমে পড়েছে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএমের প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। সৃজন ভট্টাচার্য এদিন আরো বলেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে যে সকল দেওয়ালে বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থীদের নাম লেখা হয়েছে ভালো করে লক্ষ্য করবেন সেই সকল দেওয়াল গুলিতে দেখবেন লাল রঙের ব্যবহার করা হয়েছে। কার্যতও লাল রং খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের কথা তুলে ধরে। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি মানুষের কাছে আমরা ভোটের প্রচার করতে গিয়ে মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভের কথা শুনছি, তারা বলছে লাল এগিয়ে যাবে। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই জোর কদমে নেমে পড়েছে সকল রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা।এখানে বিজেপির প্রার্থী ড: অনির্বাণ গাঙ্গুলি, তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়নী ঘোষ সিপিএমের প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য ও এস ইউ সি আই প্রার্থী কল্পনা দও নস্কর।চতুর্মুখী লড়াইয়ে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র কার দখলে যাবে সেই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে ৪ জুন।অন্যদিকে রবিবার বারুইপুরে জনসংযোগ কর্মসূচি পালন করলো তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়নী ঘোষ।

বালিগ্রাম পঞ্চায়েতের ভ্রাম্যমান ডাস্টবিনে চলছে তরমুজের ব্যবসা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ছিল ভ্রাম্যমাণ ডাস্টবিন, হয়ে গেল তরমুজ বহনকারী গাড়ি। আবর্জনা পরিষ্কারের জন্য ব্যাটারি চালিত টোটো গাড়ি ব্যবহার হচ্ছে তরমুজের ব্যবসায়। ঘটনায় শোরগোল ভগবানগোলা-২ ব্লকের বালিগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত ৯ জানুয়ারী বিডিও অফিস থেকে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে ভ্রাম্যমান ডাস্টবিন অর্থাৎ আবর্জনা পরিষ্কারের গাড়ি দেওয়া হয়। রবিবার সেই গাড়িতে করে তরমুজের ব্যবসা করতে দেখা গেল এক ব্যক্তিকে। সাংবাদিকরা ওই ব্যবসায়ীকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'পঞ্চায়েত থেকে এই গাড়িটি দেওয়া হয়েছে। তাই আমি ব্যবসা করছি।' এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে কথা ঘুরিয়ে বালিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জামাল উদ্দিন শেখ বলেন, 'এখনো পর্যন্ত আবর্জনার সঠিক স্থান ঠিক করা হয়নি, তাই গাড়িগুলো পড়ে নষ্ট হবার আশঙ্কা করা হচ্ছিল। সেই জন্য গাড়িগুলোকে সচল রাখতে ভাড়া দেওয়া হয়েছে।' সরকারের তহবিল থেকে প্রদান করা ব্যাটারী চালিত ভ্রাম্যমান ডাস্টবিন ব্যক্তিগত ব্যবসায় ব্যবহার করা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে পঞ্চায়েত প্রধান সহ প্রশাসনের দিকে। যদিও এখনো পর্যন্ত ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

সুন্দরবনে ফ্রি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সেবা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নামখানা

আপনজন: ডা.হাসান মীর্জা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ডা. এন হক ও ডা. এস সি দেব হোমিও রিসার্চ ল্যাব (প্রাঃ) লিমিটেড এর যৌথ আয়োজনে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হল সুন্দরবনের পাথর প্রতিমা এলাকার রথতলা গঞ্জেরবাজারে। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ এস পি ঘোষ, ডাঃ নীলকমল বর্মন, ডা. সানাউল্লাহ আহমেদ ও দেবানন্দ সরদার। প্রায় ২০০ জন রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিসেবা ও তাদের প্রয়োজনীয় ঔষধ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। ডাঃ হাসান মির্জা ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কর্মসূচি নিয়ে চলেছেন। গরীব মানুষের জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিসেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ডা. এন হক।

ফরওয়ার্ড ব্লক নেতার স্মরণে শহীদ মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা চন্ডী মাহাতো ও জগদীশ মহাতর স্মরণে শুরু হল তিন দিন ব্যাপী শহীদ মেলা। এদিন উভয় শহীদের বেদিতে মাল্যদান করেন ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা কর্মীরা। উপস্থিত থাকেন শহীদ পরিবারের সদস্যরা। মেলার উদ্বোধন করেন দলের নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক ধীরেন মাহাতো। অনুষ্ঠিত হয় স্মৃতি চারণাও। পরবর্তীতে ফুটবল খেলার উদ্বোধন করেন ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য দেবরঞ্জন মাহাতো উপস্থিত ছিলেন জেলা নেতা অজিত কুমার সাহু, মুকেশ দাস সহ শহীদ মেলা কমিটির সভাপতি পরশুরাম মাহাতো, সম্পাদক দীনেশ রজক প্রমুখ।

ফুরফুরায় ওফাত দিবস

আপনজন: রবিবার ফুরফুরার পীর হজরত আবুবকর রহ. দাদা হুজুরের ৮৫তম ওফাত দিবস উপলক্ষে ফুরফুরায় দোয়ার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য ভক্ত। ছবি: আবদুস সামাদ মণ্ডল

মেমারির কর্মীসভায় বর্ধমান পূর্বের প্রার্থী

আনোয়ার আলি ● মেমারি

আপনজন: ভোটের দামামা বেজে গেছে। আগামী ১৩ মে চতুর্থ দফার লোকসভা ভোটের নির্ঘন্ট অনুসারে বর্ধমান পূর্বে হব লোকসভা ভোট। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসেরপ্রচার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থেকে। রবিবার বেলায় মেমারি শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মেমারির ঝাপানতলায় আয়োজিত হল যুব কর্মী সম্মেলনে। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডা. শর্মিষ্ঠা সরকার, রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য, মেমারি পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বপন বিষয়ী, ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রিয় সামন্ত, জেলা যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার, জেলার আইএনটিটিইউসির সভাপতি সন্দীপ বসু, মেমারি শহর তৃণমূল

কংগ্রেসের সভাপতি আশিষ ঘোষ দোস্তিদার, মেমারি শহর আইএনটিটিইউসির সভাপতি সেখ আসরফ সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানান পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর নির্দেশে লোকসভা ভোটে সমস্ত শাখা সংগঠনের পদাধিকারী নেতা-নেত্রী ও কর্মীরা একযোগে লড়াই করবেন। যদিও যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভার মঞ্চে মেমারি শহর তৃণমূলের সভাপতি স্বপন ঘোষালকে ও তার অনুগামী তৃণমূল কর্মীদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

হাজী নুরুলের সমর্থনে দুয়ারে দুয়ারে প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নূরুল ইসলাম এর সমর্থনে জোরকদমে ভোট প্রচার করতে দেখা গেল স্থানীয় ৩৮ নং জেলা পরিষদের সদস্য তথা বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদকে। রবিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার কীর্ত্তিপুর -২ অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় দুয়ারে পৌঁছে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে মানুষের সামনে তুলে ধরেন। ভবুদ্ধি সম্পন্ন গ্রাম বাংলার মানুষেরা দুহাত ভরে জোড়াফুলের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান। উক্ত ভোটপ্রচার কর্মসূচিতে ফারহাদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সাহাবুদ্দিন আলি, অঞ্চল প্রধান সহিদুল আলী, উপপ্রধান রমা মন্ডল, সদস্য রবিউল হোসেন, আসাদ মোল্লা, মোস্তারী প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

এবিটিএ পশ্চিম মেদিনীপুর শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: রবিবার নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি (এবিটিএ) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মেদিনীপুর শহরের কর্মচারী ভবনে অনুষ্ঠিত হলো শিক্ষা আন্দোলন সংক্রান্ত আলোচনা সভা। 'চুয়ান্নর স্মরণীয় আন্দোলনের আলোকে সাধারনের শিক্ষা রক্ষায় আমাদের ভূমিকা ও কর্তব্য ' শীর্ষক এই আলোচনা সভায় দুই মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন সাংসদ অধ্যাপক সাইদুল হক ও নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুকুমার পাইন। সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখার সম্পাদক জগন্নাথ খান।সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি মৃণাল কান্তি নন্দ।সভার শুরুতেই চুয়ান্নর আন্দোলন সংক্রান্ত প্রায় আধ ঘন্টার একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।বক্তারা চুয়ান্নর শিক্ষা আন্দোলনের বিভিন্ন দিকের পাশাপাশি বর্তমান সময়ে সাধারণের শিক্ষার উপর আক্রমণ ও শিক্ষা সংকটের বিভিন্ন দিক নিয়ে তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেন। এদিনের সভায় দুই প্রাক্তন জেলা সম্পাদক অশোক ঘোষ,বিপতারণ ঘোষ,জেলা কমিটির নেতৃত্ব ও সদস্য-সদস্যাবৃন্দ , মহকুমা নেতৃত্ব গণ সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে থেকে দুই শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

গাছ থেকে গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: গাছ থেকে উদ্ধার এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের হজরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধুলাহার এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধুর নাম ফুলফুলি বর্মন(২২)। বছর দুয়েক আগে তাঁর বিয়ে হয়েছিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর এলাকায়। দিন কয়েক আগে তপনে ধুলাহার এলাকায় নিজের বাবার বাড়িতে ঘুরতে এসেছিল সে। এদিন সকালে বাড়ির পাশেই একটি গাছে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয়রা খবর দেন তপন থানায়। তপন থানার পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান মূলত পারিবারিক অশান্তির জন্য গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে ফুলফুলি। যদিও পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে তপন থানার পুলিশের তরফে।

৫০ বছর পূর্তি

আপনজন: সুরাজ ট্রাক্টরের ৫০ বছর পূর্ণ এবং ন্যাশনাল সেলস এর ২৫ বছর পূর্ণ উপলক্ষে জোশের স্বর্ণ উৎসবের আয়োজন করা হয় রবিবার উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা পূর্ণিয়া মোড়ে অবস্থিত সুরাজ শোরুমে। ছবি: মুহাম্মদ জাকারিয়া

মেসিবিহীন মায়ামিকে জোড়া গোল করে জেতালেন সুয়ারেজ

আপনজন ডেস্ক: চোটে পড়ে আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। মেসিকে ছাড়া মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচের আগে কিছুটা চাপেই ছিল ইন্টার মায়ামি। মেসি মায়ামিতে নাম লেখানোর পর তাঁকে ছাড়া খেলা আগের সাত ম্যাচের কোনোটিতেই যে জিততে পারেনি ফ্লোরিডার ক্লাবটি।
এবার অবশ্য অবশ্য সেই চাপ বুঝতেই দিলেন না মেসির দীর্ঘদিনের সতীর্থ ও বন্ধু লুইস সুয়ারেজ। বদলি নেমে জোড়া গোল করে ইন্টার মায়ামিকে সুয়ারেজ এনে দিয়েছেন ৩-১ ব্যবধানের দারুণ এক জয়। মায়ামিতে এসে দারুণ শুরু পাওয়া সুয়ারেজের গোল এখন ৭ ম্যাচে ৬টি।
ডিসি ইউনাইটেডের মাঠে এদিনও মেসিকে ছাড়া শুরুটা ভালো হয়নি মায়ামির। মাত্র ১৪ মিনিটে ডিসি ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেন জারেড স্টুরোড। ডিসি ইউনাইটেড ১০ মিনিটের এগিয়ে থাকতে পারেনি। ২৪ মিনিটে লিওনার্দো কাম্পানার গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় মায়ামি। ১-১ সমতায় শেষ হয় প্রথমার্ধ। দ্বিতীয়ার্ধে চেষ্টা করেও গোল পাচ্ছিল না মায়ামি। শেষ পর্যন্ত ৬২ মিনিটে রবার্ট টেলরের বদলি হিসেবে সুয়ারেজকে মাঠে নামান কোচ জেরার্দো মার্তিনো। মাঠে নেমে নিজের প্রভাব বোঝাতে ১০ মিনিটের বেশি লাগেনি সুয়ারেজের। অসাধারণ এক দলীয় আক্রমণ থেকে দারুণ ফিনিশিংয়ে দলকে এগিয়ে দেন এ উরুগুইয়ান স্ট্রাইকার।
৮৫ মিনিটে সেই স্কোরলাইন ৩-১ করেন সুয়ারেজই। এবার বক্সের ভেতর তিন ডিফেন্ডারের ফাঁদ এড়িয়ে বার ঘেঁষে শট নেন উরুগুইয়ান স্ট্রাইকার। গোলকিপার বলে হাত লাগিয়েও শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারেনি গোল। এ জয়ে এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সে শীর্ষ স্থানেই থাকল মায়ামি। ৫ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১০।
ম্যাচ শেষে দলের জয় নিয়ে উচ্ছ্বসিত কোচ মার্তিনো বলেছেন, 'দল যেভাবে প্রথম ১৫ মিনিটের ধাক্কা সামলেছে, আমার ভালো লেগেছে। আমার মনে হয়, প্রথম ১৫-২০ মিনিটের পর ম্যাচটা আমরা ভালোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি। জয় আমাদের প্রাপ্য ছিল।' চোট কাটিয়ে মেসি কখন ফিরতে পারেন, জানতে চাইলে মার্তিনো বলেছেন, 'এটা স্পষ্ট যে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে তাকে (মেসিকে) কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলানো। আমরা তাকে নিয়ে কোনো ঝুঁকি নেব না।'
কনক্যাকাফের কোয়ার্টার ফাইনালে আগামী ৩ এপ্রিল মন্টেরির মুখোমুখি হবে ইন্টার মায়ামি। এর আগে অবশ্য অবশ্য নিউইয়র্ক রেড বুলস এবং নিউইয়র্ক সিটির বিপক্ষে লিগ ম্যাচ আছে তাদের।

ভিনিসিয়ুস প্রতিপক্ষকে ভাসাচ্ছেন গোলে, নিজে ভাসছেন কার্ডে

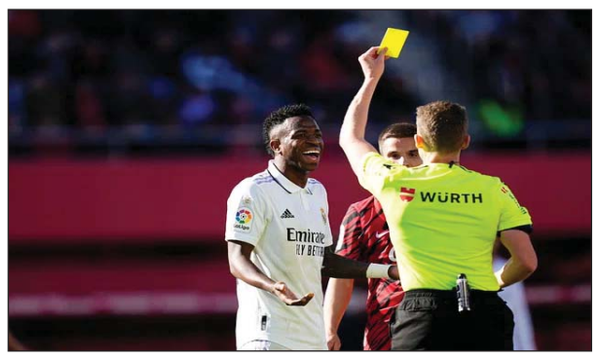

আপনজন ডেস্ক: ভিনিসিয়ুস জুনিয়র মানেই যেন আলোচনা আর উত্তাপ। সম্ভবত এই মুহূর্তে ফুটবল দুনিয়ার সবচেয়ে বর্ণিল চরিত্রও ভিনি। কখনো গোল করে মুগ্ধতা ছড়াচ্ছেন, কখনো আলোচনায় আসছেন বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হয়, কখনো আবার সমালোচিত হচ্ছেন মাঠে বিতর্কিত কাণ্ডে জড়িয়ে। ভিনিসিয়ুসের বৈচিত্র্যময় চরিত্রের কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে সর্বশেষ চার ম্যাচের দিকে তাকালে। এই চার ম্যাচের প্রতিটিতে গোল করেছেন রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। একই সঙ্গে প্রতিটি ম্যাচে দেখেছেন হলুদ কার্ডও। এই চার ম্যাচে ভিনির গোল ও কার্ডের পরিসংখ্যান এ রকম—৬ গোল, ৪ হলুদ কার্ড।
এ নিয়ে চলতি মৌসুমে ভিনি সব মিলিয়ে হলুদ কার্ড দেখলেন ৮টি। যেখানে শুধু লা লিগাতেই তিনি দেখেছেন ৫টি হলুদ কার্ড, যা তাঁকে রিয়ালের পরের ম্যাচ থেকেও ছিটকে দিয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক বিরতি শেষে আগামী ১ এপ্রিল অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে ম্যাচে দর্শকের ভূমিকায় থাকতে হবে এই ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গারকে। চলতি মৌসুমে লা লিগায় ভিনি প্রথম হলুদ কার্ডটি দেখেছেন ২১ অক্টোবর। লা লিগায় সেভিয়ার সঙ্গে রিয়ালের ১-১ গোলের ম্যাচে সেভিয়ার ওরহান নাইল্যান্ডকে ধাক্কা দিয়ে কার্ড দেখেন তিনি। এরপর ২৩ বছর বয়সী এ তারকা খেলোয়াড় দ্বিতীয় হলুদ কার্ডটি দেখেন ৫ নভেম্বর। রায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে গোলশূন্য ড্রয়ের রাতে রেফারির সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়িয়ে দেখেছিলেন সেই কার্ড।
মার্চে এসে লিগে টানা তিন ম্যাচে দেখলেন হলুদ কার্ড, যার সর্বশেষটি দেখলেন গতকাল ওসাসুনার বিপক্ষে রিয়ালের ৪-২ গোলে জেতা ম্যাচে। এ ম্যাচে জোড়া গোল করা ভিনিরে এবারের কার্ড দেখার কারণটি বেশ অদ্ভুতও বটে। রেফারির উদ্দেশে তাচ্ছিল্যের হাসি দেওয়ায় এ কার্ডটি দেখেছেন ভিনি। ঘটনা অবশ্য এখানেই শেষ নয়। প্রথমার্ধের বিরতিতে যাওয়ার সময় ক্যামেরার উদ্দেশে ভিনিসিয়ুসকে বলতে শোনা যায়, 'এই রেফারি প্রতি ম্যাচেই আমাকে কার্ড দেখায়। এটা অবিশ্বাস্য।'
লা লিগার বাইরে ভিনিসিয়ুস চ্যাম্পিয়নস লিগে এ মৌসুমে খেলেছেন ৫ ম্যাচ। সেখানেও দুটি ম্যাচে দেখেছেন হলুদ কার্ড। দুটি কার্ডই আবার এসেছে পরপর দুই ম্যাচে। লাইপজিগের বিপক্ষে শেষ ষোলোর দুই লেগে কার্ড দেখেছেন এ ব্রাজিলিয়ান। এ ছাড়া অন্য কার্ডটি এসেছে কোপা দেল রেতে আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে।

নেরোকাকে হারিয়ে আই লিগ জয়ের পথে অনেকটা এগিয়ে গেল মহমেডান

আপনজন ডেস্ক: রবিবার াই লিগে অ্যাওয়ে ম্যাচে তারা নেরোকা এফসি-কে ২-০ গোলে হারাল শত বর্ষের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব মহামেডান স্পোর্টিং। তাই আই লিগ জয়ের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। চলতি মরসুমে এই নিয়ে দু'বারই নেরোকাকে হারিয়ে দিল মহমেডান। আই লিগের প্রথম পর্বে মহামেডান নেরোকার বিরুদ্ধে জিতেছিল নৈহাটি স্টেডিয়ামে। এ দিন জিতেছে শিলংয়ে। মণিপুরের ক্লাব হলেও সে রাজ্যে অস্থিরতা বিরাজ করায় নেরোকাকে শিলংয়ে হোম ম্যাচ খেলতে হচ্ছে।
নেরোকার কাছে জেতার ফলে টানা চার ম্যাচে জিতল মহমেডান। এই জেতর পিছনে রয়েছে মহামেডানের খেলোয়াড়দের ঐক্যবদ্ধ মনোভাব এবং সংহতি। তবে নেরোকার বিরুদ্ধে প্রথম গোল পেতে দীর্ঘ ক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে তাদের। ৪২ মিনিটে গোল করেন এদি হার্নান্দেস। জসিমের নিখুঁত পাস থেকে গোল করেন তিনি।
দ্বিতীয়ার্ধেও মহমেডানে দাপট দেখায়। তাতেও বিশেষ ভূমিকা নেন এদি। ৫৪ মিনিটে দলের ব্যবধান বৃদ্ধি করেন তিনি।
এই জয়ের ফলে আই লিগের শীর্ষস্থান থাকার জায়গাটা আরও মজবুত করল মহমেডান। এই নিয়ে ২০ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ৪৭ পয়েন্ট। বাকি চার ম্যাচ থেকে আর আট পয়েন্ট পেলেই আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়টা নিশ্চিত হবে তাদের। তাহলে তারা আইএসএলেরও যোগ্যতা অর্জন করবে তারা।
টানা চারটি ম্যাচ জয়ের পর মহমেডানের কোচ আন্দ্রেই চের্নিশভ বলেন, এই ম্যাচটা জেতা খুবই দরকার ছিল আমাদের। কঠিন পরিস্থিতিতে খেলতে হয়েছে। নেরোকার হারানোর কিছু ছিল না। চাপের মধ্যেও ছেলেরা ভাল খেলেছে। আমি ওদের নিয়ে গর্বিত। আগামীতে তাদের সাফল্য মহামেডানকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বাংলাদেশের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করা তুষারাসহ প্রথম আইপিএল খেলবেন যাঁরা

আপনজন ডেস্ক: আইপিএল খেলা বর্তমানে বেশির ভাগ ক্রিকেটারের স্বপ্ন। প্রতি মৌসুমেই আইপিএল খেলার স্বপ্নপূরণ হয় অনেক ক্রিকেটারের। তাঁদের মধ্যে কেউ আইপিএল খেলে আলোচনায় আসেন, আবার কেউ আগে থেকেই থাকেন আলোচনায়। এবার যেমন প্রথমবারের মতো আইপিএল খেলবেন শ্রীলঙ্কার নুয়ান তুষারা, যিনি সর্বশেষ বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচ করেছেন হ্যাটট্রিক, নিয়েছেন ৫ উইকেট।
রাচিন রবীন্দ্রও এবার প্রথমবার আইপিএল খেলবেন। ২৩ বছর বয়সী এই তরুণ ওয়ানডে বিশ্বকাপে তিনটি সেঞ্চুরি, দুটি ফিফটিসহ ৫৭৮ রান করার পর থেকেই আছেন আলোচনায়। এই পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে জানুয়ারিতে আইসিসি বর্ষসেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতেন রবীন্দ্র। এমন যে ক্রিকেটাররা এবার প্রথমবার আইপিএল খেলবেন, দেখে নেওয়া যাক—

নুয়ান তুষারা, মুম্বাই ইন্ডিয়ানস
ক্রিকেটে স্লিঙ্গিং অ্যাকশনের কথা বললে সবার আগে লাসিথ মালিঙ্গার কথাই মনে পড়ে। স্লিঙ্গিং অ্যাকশনের এই মালিঙ্গা আইপিএলে মুম্বাইয়ের হয়ে খেলেছেন ৯ মৌসুম। ১২২ ম্যাচে ১৭০ উইকেট নেওয়া এই ফাস্ট বোলারকে অনেকেই আইপিএলের সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার হিসেবে দেখেন। এখন সেই মালিঙ্গা মুম্বাইয়ের বোলিং কোচ।
আর তাঁর অধীনেই প্রথমবার আইপিএল খেলবেন শ্রীলঙ্কার আরেক স্লিঙ্গিং অ্যাকশনের ফাস্ট বোলার নুয়ান তুষারা। মুম্বাই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যদিও আগে থেকেই সম্পর্ক আছে তুষারার। সর্বশেষ এসএ টি-টোয়েন্টিতে মুম্বাই কেপটাউনের হয়ে খেলেছেন তিনি।
রাচিন রবীন্দ্র, চেন্নাই সুপার কিংস
চেন্নাই রবীন্দ্রকে দলে নেওয়ার পর প্রশ্ন ছিল, একাদশে সুযোগ মিলবে তো তাঁর? তবে তাঁরই স্বদেশি ডেভন কনওয়ের চোটের পর রবীন্দ্রর ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা বেশ বেড়েছে। প্রথম আসরেই ওপেনিংয়ে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে দেখা যেতে পারে রবীন্দ্রকে। ভারতে হওয়া বিশ্বকাপে দুর্দান্ত খেলা রবীন্দ্রকে প্রথম আইপিএলে কেমন খেলেন, সেটাই দেখার।

আজমতউল্লাহ ওমরজাই, গুজরাট টাইটানস
হার্দিক পান্ডিয়া নেই। এটা আফগান অলরাউন্ডার ওমরজাইয়ের জন্য বড় সুযোগ হতে পারে। যেকোনো পজিশনে ব্যাটিং করা, নতুন বল-পুরোনো বলে বল করা—সবই পারেন ওমরজাই। তাঁর সাম্প্রতিক ফর্মও দুর্দান্ত। পাল্লকেলেতে গত ফেব্রুয়ারিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ক্যারিয়ারসেরা ১৪৯ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। এরপর বিপিএলে রংপুরের হয়ে ৭ ম্যাচে ১৪৫ স্ট্রাইক রেট আর ৩০ গড়ে ১৫০ রান করেছেন।

স্পেনসার জনসন, গুজরাট টাইটানস
চোটের কারণে দুই বছর আগে পেশাদার কোনো চুক্তিও ছিল না এই অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলারের। কাজ করেছেন মালি হিসেবে। ২৮ বছর বয়সী এই বোলারের জীবন খুব দ্রুতই বদলে গেছে। দ্য হানড্রেড, মেজর লিগ ক্রিকেট, গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি, বিগ ব্যাশে খেলার পর জাতীয় দলেও খেলেছেন। এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচ খেলে নিয়েছেন ৬ উইকেট। এর ধারাবাহিকতায় তিনি এবার খেলবেন আইপিএলেও। সেটাও কত রুপির চুক্তিতে জানেন? ১০ কোটি রুপি!

জেরাল্ড কোয়েৎজে, মুম্বাই ইন্ডিয়ানস
বল হাতে ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটার গতি, ব্যাট হাতে পিঞ্চ হিটারের ভূমিকা—দুটিই পালন করতে পারেন এই দক্ষিণ আফ্রিকান অলরাউন্ডার। বিদেশি ক্রিকেটার হিসেবে তাই মুম্বাইয়ের প্রথম পছন্দের একজন হতে পারেন কোয়েৎজে। ভারতের মাটিতে ওয়ানডে বিশ্বকাপেও দুর্দান্ত করেছিলেন। ৮ ম্যাচে নিয়েছেন ২০ উইকেট।

সামির রিজভি, চেন্নাই সুপার কিংস
রিজভির গল্পটা আবার একটু অন্য রকম। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেননি। তবে গত আইপিএল নিলামে চেন্নাইসহ দিল্লি ক্যাপিটালস, গুজরাট টাইটানসের মতো দল নিলামে তাঁকে পাওয়ার জন্য মরিয়া ছিল। কারণ, তাঁর পারফরম্যান্স। গত বছর নিলামের আগে উত্তর প্রদেশ টি-টোয়েন্টি লিগে ২ টি শতকসহ ৯ ম্যাচে ৫০.৫৬ গড়ে রান করেছেন ৪৫৫। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যে স্ট্রাইক রেট, সেটাও নজরকাড়া। সেই টুর্নামেন্টে ১৮৮.৮ স্ট্রাইক রেটে রান করেছিলেন তিনি। তাই তো ২০ লাখ ভিত্তিমূল্যের এই ক্রিকেটারকে ৮ কোটি ২০ লাখ রুপিতে দলে নেয় চেন্নাই সুপার কিংস।
চেন্নাইতে মহেন্দ্র সিং ধোনি ও স্টিভেন ফ্লেমিংয়ের মতো মাস্টারমাইন্ড আছেন। নিশ্চয়ই রিজভির মধ্যে এমন কিছু তাঁরা দেখেছেন, যে কারণেই কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ ঢেলেছেন। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার ব্যবহারের নিয়মের কারণেও এ ধরনের ক্রিকেটারদের কার্যকারিতা বেড়েছে।

যোগ করা সময়ের ২ গোলে সেমিফাইনালে চেলসি

আপনজন ডেস্ক: চেলসি ৪ : ২ লেস্টার সিটি
প্রথমার্ধে পেনাল্টি মিস করেছেন রাহিম স্টার্লিং। ইংলিশ ফরোয়ার্ড দ্বিতীয়ার্ধে এমনই এক ফ্রি-কিক নিলেন যেটাকে অনেকেই তাদের দেখা সবচেয়ে বাজে ফ্রি-কিক বলে দাবি করতে শুরু করলেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে উপস্থিত চেলসি সমর্থকেরাও কম যাননি। তাঁরা তো স্টার্লিংকে উঠিয়ে নেওয়ার দাবিতে স্লোগানও তুললেন গ্যালারিতে। তাঁদের দাবি শুনেই কিনা ৮৬ মিনিটে স্টার্লিংকে উঠিয়ে ননি মাদুয়েকেকে নামালেন চেলসি কোচ। একটু পরে বদলে গেল চেলসির ভাগ্যও। যোগ করা সময়ে বদলি দুই খেলোয়াড়ের গোলে লেস্টার সিটিকে ৪-২ গোলে হারিয়ে এফএ কাপের সেমিফাইনালে উঠে গেছে পশ্চিম লন্ডনে ক্লাবটি। সেই ২ গোলের শেষটি করেছেন স্টার্লিংয়ের বদলি হিসেবে নামা মাদুয়েকে। বাঁকানো এক শটে দারুণ এক গোল করেছেন ইংল্যান্ডের বয়সভিত্তিক দলে খেলা ২২ বছর বয়সী উইঙ্গার। এর আগে যোগ করার সময়ের তৃতীয় মিনিটে মরিসিও পচেত্তিনোর দলকে এগিয়ে দেন আরেক বদলি খেলোয়াড় কার্নি চুকুওয়েমেকা। স্টার্লিং পেনাল্টি মিস না করলে চেলসি প্রথমার্ধেই এগিয়ে যেতে পারত ৩-০ গোলে। মার্ক কুকুরেয়ার ১৩ মিনিটের গোলে এগিয়ে যাওয়া চেলসি প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করে। এবারের গোলটি কোল পালমারের। স্টার্লিং পেনাল্টিটি মিস করেন ২৭ মিনিটে। দুর্বল শটটি ঠেকাতে লেস্টারের পোলিশ গোলরক্ষক ইয়াকুব স্টতোলারচিকের কোনো কষ্টই করতে হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হতেই ম্যাচে ফিরে আসে চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের দল লেস্টার। ৫২ মিনিটে এই গোলটি অবশ্য চেলসির কাছ থেকে উপহারই পেয়েছে লেস্টার। ব্যাক পাস দিতে গিয়ে হাস্যকরভাবে নিজেদের জালেই বল জড়িয়ে দেন অ্যাক্সেল দিসাসি। ১১ মিনিট পরে দারুণ এক গোল করে সমতা আনে লেস্টার। স্টেপলি মাভিদিদি ডান পায়ের দারুণ এক শটে পেয়ে যান গোল।

আর্জেন্টিনার হয়ে প্রীতি ম্যাচে খেলতে পারবেন না মেসি

আপনজন ডেস্ক: ক্যারিয়ারের শেষ প্রান্তে এসে চোট বেশ ভালোই ভোগাচ্ছে লিওনেল মেসিকে। ইন্টার মায়ামির প্রাক্-মৌসুম প্রস্তুতির সব ম্যাচ খেলতে পারেননি আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক। চোটের কারণে ইন্টার মায়ামির হয়ে মেজর লিগ সকারের দুটি ম্যাচে খেলতে পারেননি। অনেকেই এই চোট দিয়েই মেসির ক্যারিয়ারের শেষের শুরু দেখতে পাচ্ছেন! মেসির চোটের প্রভাব এবার পড়েছে আর্জেন্টিনা দলেও। এ মাসের ২২ ও ২৬ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। এল সালভাদর ও কোস্টারিকার সঙ্গে সেই দুই প্রীতি ম্যাচে মেসি খেলতে পারবেন না বলে খবর ছেপেছে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্ত। প্রীতি ম্যাচ দুটির জন্য মেসিকে অধিনায়ক করে এ মাসের শুরুর দিকেই দল ঘোষণা করেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। সেই দলে থাকা আরেকজন, পাওলো দিবালা দুদিন আগে চোটের কারণে ছিটকে পড়েছেন। এবার আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম জানাল মেসিও খেলতে পারবেন না। স্কালোনি অবশ্য এখনো মেসি বা দিবালার বদলি হিসেবে কারও নাম ঘোষণা করেননি। ম্যাচ দুটি যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রে হচ্ছে আর মেসি সেখানেই আছেন, মাঠে না নামলেও আর্জেন্টিনার অধিনায়ক দলের সঙ্গে ফিলাডেলফিয়া ও লস অ্যাঞ্জেলেস থাকবেন কি না, সেটাও একটি প্রশ্ন। ইন্টার মায়ামি থেকে পাওয়া সংক্ষিপ্ত মেডিক্যাল রিপোর্টে মেসির চোট নিয়ে যেটুকু জানা গেছে, তা এ রকম—ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে ছোট চোট আছে। আজ ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষেও খেলতে পারেননি মেসি। লুইস সুয়ারেজের জোড়া গোলে ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতেছে মায়ামি।

কোহলিকে দলে নিতে রোহিতের হুঁশিয়ারি

আপনজন ডেস্ক: আগামী জুনে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে গড়াবে টি-২০ বিশ্বকাপের নবম আসর। এর তিন মাস আগে থেকেই দল নিয়ে পরিকল্পনায় নেমেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। আসরকে ঘিরে বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিল দেশটির ক্রিকেট বোর্ড। খবর দ্য টেলিগ্রাফের।
সামাজিক মাধ্যমে এমন দাবি করেছেন বিশ্বকাপজয়ী সাবেক ভারতীয় অলরাউন্ডার কীর্তি আজাদ। তার কথায়, বিরাট কোহলিকে টি-২০ বিশ্বকাপের দলে রাখা এবং না রাখা নিয়ে যখন দ্বিধাবিভক্ত নির্বাচকদের একাংশ, তখন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। যেকোনো মূল্যে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে কোহলিকে চান বলে জানিয়ে দিয়েছেন বোর্ডকে।
দ্য টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, এই মুহূর্তে সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে কোহলি জাতীয় দলের চাহিদা অনুযায়ী মানানসই নন বলে মনে করছেন নির্বাচকদের একাংশ। তার মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে খেলার ধরন বদলাতে বলার থেকে আগ্রাসী স্বভাবের নতুন প্রজন্মের উপরে আস্থা রাখা শ্রেয় বলে মনে হচ্ছে আগারকারদের। নির্বাচক প্রধান অজিত আগারকার ও বোর্ডের শীর্ষ কর্তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কোহলির বিরুদ্ধে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে আইপিএলে তার পারফরম্যান্স পরখ করে দেখতে চান নির্বাচকরা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**